NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সাংস্কৃতিক বিপ্লবই জরুরি, বলেছেন শতবর্ষেও উপেক্ষিত অম্লান দত্ত!

৩৩ হাজার মহিলাকে বিনামূল্যে টিকিট দিয়েও ফাঁকা মোদি স্টেডিয়াম ৮

কলকাতা ৬ অক্টোবর ২০২৩ ১৮ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.10.2023, Vol.17, Issue No. 117, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যপাল ফেরা পর্যন্ত রাজভবনের সামনেই রাত-দিন অবস্থান: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরে দেখা না করা পর্যন্ত রাজভবনের সামনেই বসে থাকবেন তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজভবনের সামনে দাঁড়িয়ে তেমনই ঘোষণা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা অবস্থানে বসবেন তাঁরা। রাতও কাটাবেন ধর্নামঞ্চেই। তবে তৃণমূলের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যাঁরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, তাঁরা চাইলে ফিরে যেতে পারেন বলে জানিয়েছেন অভিষেক। আজ সকাল ১১টা থেকে আবার রাজভবনের সামনে তৃণমূলের কর্মসূচি শুরু হবে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে স্মারকলিপি দিতে মিছিল নিয়ে রাজভবনের দুয়ারে পৌঁছেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজভবনে না ফিরে বোস দিল্লি চলে যাওয়ায় অবস্থান শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যপাল ফেরা পর্যন্ত তাঁর রাতদিনের অবস্থান চলবে। দলের পক্ষে প্রতিদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিও চলবে বলে ঘোষণা করেছেন অভিষেক। জানানো হয়েছে, শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে সভার শুরু হবে। কিন্তু রাজভবন সূত্রে যা খবর তাতে শুক্রবারেও রাজ্যপালের কলকাতায় ফেরা অনিশ্চিত। কবে ফিরবেন সে ব্যাপারে কোনও সূচিও নেই রাজভবনের কাছে। রাজভবনের সচিবালয় সূত্রে এ টুকু জানা গিয়েছে যে, শুক্রবার দিল্লিতে কর্মসূচি রয়েছে বোসের। তবে কী কর্মসূচি সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।

দিল্লি থেকে ফিরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে 'রাজভবন অভিযান'-এর ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। সেই মতো বুধবার দুপুর ২টোর পরে রবীন্দ্র সদন থেকে শুরু হয় মিছিল। অভিষেকের নেতৃত্বে রাজভবন পর্যন্ত সেই মিছিলে চোখে পড়ার মতো ভিড় হয়েছিল।

জনস্রোত নিয়ে রাজভবনে পৌঁছলেও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দেখা মেলেনি। তিনি বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আবার দিল্লিতে ফিরে যান। কলকাতায় আসেননি। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ, রাজ্যপাল তাঁদের সমাবেশকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ধর্নামঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, 'কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গিরিরাজ সিং আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। প্রতিমন্ত্রী পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এখন রাজ্যপালও চলে গেলেন। আমি তো সবার সামনে। বিজেপি নেতারা কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

অভিষেক জানিয়েছেন, সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে তৃণমূলের ২৫ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে যাবেন এবং সেখানকার আধিকারিকের হাতে একটি স্মারকলিপি জমা দেবেন। এই ২৫ জনের মধ্যে ১০ জন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্য থাকবেন। বাকি ১৫ জন থাকবেন দলের প্রতিনিধি হিসাবে।

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, 'গায়ের জোরে কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে। আমাদের রাজ্যপালের কাছে দু'টি প্রশ্ন রয়েছে। এই ২০ লক্ষ মানুষকে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করিয়েছে কি? যদি করিয়ে থাকে, তবে কোন আইনে তাঁদের পারিশ্রমিক আটকে রাখা হয়েছে? রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা হলে এই প্রশ্নগুলিই ওঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে রাখতে অনুরোধ করব।'

তৃণমূলের 'রাজভবন চলো' অভিযান ঘোষণার কথা শোনার পরেই রাজ্যপাল কলকাতায় না ফিরে দিল্লি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাজভবনের সামনে দাঁড়িয়ে তেমনই দাবি করলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আমি যখন এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলাম, রাজ্যপাল কলকাতায় ছিলেন না। কেরলে ছিলেন। ৪ তারিখ ওঁর কলকাতায় ফেরার কথা ছিল। আমার কাছে যত দূর খবর আছে, আমাদের ঘোষণার আধঘণ্টার মধ্যে রাজ্যপালের তরফে গ্রুপে গ্রুপে মেসেজ করে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি ফিরছেন না। দিল্লি যাচ্ছেন।'

বৃহস্পতিবার সময় চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছিল তৃণমূল। রাজ্যপাল শিলিগুড়িতে ছিলেন। তিনি ইমেল মারফত জানান, শিলিগুড়ির সার্কিট হাউসে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'শিলিগুড়ি গিয়ে দেখা করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরা ভেবেছিলাম, উনি দু'তিন দিন শিলিগুড়িতে থাকবেন। কিন্তু খবর পেলাম, শিলিগুড়িতে উনি আছেন বিকেল ৪টে পর্যন্ত। অর্থাৎ, মাত্র দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে উনি আমাদের যেতে বলেছিলেন, যেটা সম্ভব নয়!'

'দেখা করতে হলে উত্তরবঙ্গে আসুন'

প্রস্তাব রাজ্যপালের, পাল্টা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'কলকাতায় নেই রাজ্যপাল। দেখা করতে চাইলে উত্তরবঙ্গে আসুন।' রাজভবনের জমিদারি প্রস্তাবের পালটা তোপ দাগল তৃণমূল। রাজ্যপালের এই প্রস্তাবকে অবাস্তব এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। জানিয়েছেন, সিভি আনন্দ বোসের এই প্রস্তাব জমিদারি সংস্কৃতির প্রতীক। এর বিরুদ্ধেই লড়াই করছে তৃণমূল। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে দিল্লিতে সত্যাগ্রহ করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। সময় দিয়েও তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। উলটে হেনস্তা হয়েছেন তৃণমূলের প্রতিনিধি ও 'বঞ্চিত'রা। এর পরই কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপালের বাসভবনের সামনে লাগাতার ধরনা কর্মসূচি শুরু করছে তৃণমূল। উদ্দেশ্য, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করা। বঞ্চনা নিয়ে তাঁকে পদক্ষেপ করতে আর্জি জানানো। রাজভবনের তরফে এমন প্রস্তাবকে 'জমিদারি সংস্কৃতি' বলে তোপ দেগে ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, রাজ্যপালের ফেরার অপেক্ষা করবেন তাঁরা।

বন্যার্তদের দেখতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযান করেছে তৃণমূল। এই সময় রাজভবনে না থাকলেও সেই প্রশ্নেরই মুখে পড়তে হল রাজ্যপালকে। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস। জলপাইগুড়ির ত্রাণশিবিরে তাঁকে কাছে পেয়ে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি করলেন তিস্তাপারের বানভাসিরা। বকেয়া টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার আর্জি জানালেন তাঁর কাছে। রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। শেষে তাঁদের হাতে মিষ্টির প্যাকেটও তুলে দিয়েছেন। সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলার প্লাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল বোস। সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেন আনন্দ বোস। কিন্তু মাঝপথেই থামতে হয় তাঁকে। ফিরে আসতে হয় কালিঝোরা থেকেই। এর পরেই জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন রাজ্যপাল।

তিস্তার জলে ভেসে আসা মর্টার শেলে বিস্ফোরণ

মৃত্যু দু'জনের, জখম ছয়

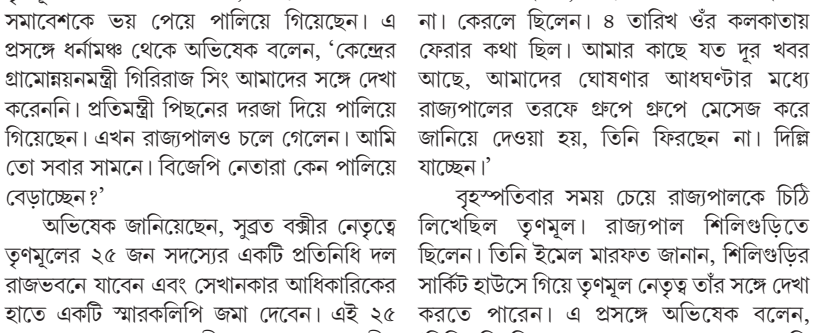

গ্যাংটক, ৫ অক্টোবর: তিস্তার জলের তোড়ে মর্টার শেল ভেসে এসেছিল। তার বিস্ফোরণে জলপাইগুড়িতে মৃত্যু হল দু'জনের। জখম হলেন ছ'জন। জলপাইগুড়ি জেলার ডিএসপি (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা বলেন, 'এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছে। দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনই নাম পরিচয় বা বয়সের তথ্য পাওয়া যায়নি। বাকি ছয় জন গুরুতর আহত। তাদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।'

ভয়াবহ অবস্থা সিকিমের। লাগাতার বৃষ্টি, লোনক হ্রদে ফাটল ও হড়পা বানের জেরে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। সিংথামের কাছে অবস্থিত একটি সেনা ছাউনি ভেসে যায় বুধবার। নিখোঁজ হয়ে যান ২৩ জন জওয়ান। এখনও অবধি ১৮ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকজন জওয়ানেরও দেহ রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির মাঝেই বৃহস্পতিবার সিকিম সরকারের তরফে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হল। হড়পা বানে সেনা ছাউনি ভেসে যাওয়ায় প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরকও ভেসে গিয়েছে। সাধারণ জনগণকে এই অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল আগেই।

বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার মাল মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিস্তায় হড়পা বানে সেনা ছাউনির মর্টার শেল ভেসে এসেছিল। এলাকার একটি ছেলে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সেটি বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সেটি পরিষ্কার করে খেলাধুলো করার সময় বিস্ফোরণ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দু'জনে। আহত হয়েছেন ছ'জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ দিন সকালেই সিকিম সরকারের তরফে হড়পা বান ও তার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিস্থিতিকে বিপর্যয় বলে ঘোষণা করা হয়। লাগু করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও অবধি ১৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ ২৩ জওয়ান সহ কমপক্ষে ১০২ জন। সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হড়পা বানে উত্তর সিকিমের মোট ৪টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মঙ্গন জেলার চুংথাম। তিস্তা নদীর উপরে অবস্থিত একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও সম্পূর্ণ ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্প পুনরায় তৈরি করতে খরচ প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা।

সতর্কবার্তা ছিল আগেই

গ্যাংটক, ৫ অক্টোবর: বিপজ্জনক হয়ে উঠছে সিকিমকে ভাসিয়ে দেওয়া লোনক হ্রদ , সাবধান করা হয়েছিল আগেই। দুর্যোগ নেমে আসার অনেক আগেই নাকি এই হ্রদ নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (আইসিআইএমওডি)। কীভাবে লোনক হ্রদের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছে, সেই উপগ্রহ চিত্রও প্রকাশ করেছে ইসরো। তবে লোনক লেকের এই অবস্থা কিন্তু আকস্মিক নয়। লোনাক নিয়ে ভয় ছিল দীর্ঘদিনের। এই সংস্থাটি উপগ্রহচিত্রের মাধ্যমে পুরো সিকিমে ৩২০টি হিমবাহ হ্রদের সন্ধান পেয়েছে। যেগুলির মধ্যে ১৪টি বিপজ্জনক বলে জানিয়েছিল তারা। সেই বিপজ্জনক হ্রদের তালিকায় ছিল দক্ষিণ লোনক হ্রদও। মঙ্গলবার লোনক হ্রদ ফেটে সিকিমে যে দুর্যোগ নেমে এসেছে, তার নেপথ্যে 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড' (জিএলওএফ) রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ হিমবাহ গলতে থাকায় হ্রদে বিপজ্জনক ভাবে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে হ্রদের দেওয়ালে ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকে। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে হ্রদ ফেটে যায়।

পুজোর মধ্যে অভিষেককে আর সমন করা যাবে না

ইডি-কে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দু-বার ইডি দপ্তরে হাজিরাও দিয়েছেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি দাবি করেছিলেন, কোনও তথ্যই নাকি পায়নি ইডি। এবার ফের তলব করা হয়েছে। ৩ অক্টোবর হাজিরা এড়ানোর পর ৯ অক্টোবর ফের তলব করা হয়েছে তাঁকে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও সমনে আপত্তি জানায়নি। দুর্গা পুজোর কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে তলব করা যাবে না, এমনই পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের।

৩ অক্টোবরের সমন প্রসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা নির্দেশ দিয়েছিলেন, তদন্তে যেন কোনও বাধা না আসে। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশেই অভিষেককে তলব করা হয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশ বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার শুনানি

চলাকালীন অভিষেকের আইনজীবী আবেদন জানান, যাতে পুজোর পাঁচদিন অগ্রিম রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। এরপর বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, সমন ইস্যু করতে হলে ১৯ অক্টোবরের আগে বা ২৬ অক্টোবরের পর অর্থাৎ পুজোর পর করতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেই মামলারই শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে শুনানি। শেষে রায়দান স্থগিত রাখলেও মৌখিক ভাবে কিছু পর্যবেক্ষণের কথা জানায় দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

বেঞ্চ বলে, 'আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে অভিষেককে সব নথি ইডির কাছে দিতে হবে। কোনও নথি জমা দিতে না পারলে ইডির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু আদালত অভিষেককে এক ঘণ্টাও অতিরিক্ত সময় দেবে না। অভিষেকের জমা দেওয়া নথিতে সন্তুষ্ট না হলে তাঁকে হাজিরা দিতে বলতে পারে ইডি। তবে সমন পাঠাতে হলে পুজোর আগে অর্থাৎ ১৯ অক্টোবরের আগে বা পুজোর পরে অর্থাৎ ২৬ অক্টোবরের পরে পাঠাতে হবে।'

উল্লেখ্য, অভিষেককে গত মঙ্গলবার ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সিংয়ের একক বেঞ্চও বলেছিল মঙ্গলবার তদন্ত প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অভিষেক অবশ্য নির্দিষ্ট দিনে শেষপর্যন্ত ইডির দপ্তরে যাননি। বদলে তিনি সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান। অভিষেক আদালতকে বলেছিলেন, বেঞ্চ ওই নির্দেশ দিতে পারে না। বুধবার অভিষেকের সেই আবেদনের শুনানি হয় ডিভিশন বেঞ্চে। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ না দিলেও একটি প্রস্তাব রাখে ইডির কাছে। পাশাপাশি, অভিষেক কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়। আদালত বলে বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে ইডির মতামত কী, তা জানাতে হবে আদালতকে। বৃহস্পতিবার ইডির বক্তব্য শোনার পরই মামলাটির শুনানি শেষ হয় ডিভিশন বেঞ্চে।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

দিনভর ইডির হানা খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ি ও অন্য ১২ জায়গায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সকালেই খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে হানা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেদের। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর মাইকেল নগরের বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডি-র বিশেষ তদন্তকারী দল। পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এই প্রথম কোনও মন্ত্রীর বাড়িতে চলছে তল্লাশি অভিযান। সঙ্গে এও খবর মেলে, মন্ত্রীর বাড়ি-সহ ১৩ জায়গায় চলে তল্লাশি।

গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম কিংপিন অয়ন শীল তাঁর বয়ানে রথীন ঘোষের নাম উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি চেয়ে মধ্যমগ্রাম পুরসভার কাছে নোটিস পাঠায় ইডি। এরপরই বর্তমান চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ জানান, নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই তিনি পাঠিয়েছিলেন ইডি দপ্তরে। তবে সূত্রের খবর অয়ন শীলের ফাইল ঘেঁটে বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে ইডির হাতে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এদিন ভোর ছটায় ইডি আধিকারিকরা হানা দেয় মন্ত্রী রথীন ঘোষের মধ্যমগ্রাম মাইকেল নগরের বাড়িতে। সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এদিন সকাল নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডি-র একাধিক দল বের হয়। ১২ টি টিমে ভাগ হয়ে ৮০ জন ইডি আধিকারিক নামেন এই অভিযানে। এঁদের মধ্যে দশজনের একটি দল খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে যায়। সঙ্গে রয়েছে সিআরপিএফ জওয়ানরাও। সূত্রে এ খবরও মিলছে, ইডি হানার সময় বাড়িতেই ছিলেন রথীন ঘোষ। ইডি আধিকারিকেরা হানা দেওয়ার সময়েই তাঁর এবং তাঁর পরিবারের লোকজনদেরও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেন। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নাম জড়ায় রাজ্যের মন্ত্রীর। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। বস্তুত, এ দিন মন্ত্রীর বাড়ি ছাড়াও, শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় চলছে তল্লাশি। শুধু তাই নয়, রথীন অনুগামীদের বাড়িতেও চালানো হচ্ছে অভিযান।

এদিন শুধু খাদ্যমন্ত্রীই নন, টিটাগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতেও একইসঙ্গে হানা দেয় ইডির একটি দল। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার টিটাগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই শুরু হয় ইডি তল্লাশি। টিটাগর পুরসভায় চাকরি নিয়োগ ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছিল, সেই ঘটনায় তদন্তে যায় ইডি। সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ চার থেকে পাঁচ জন আধিকারিক প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে আসে। ২০১৬ সালে টিটাগর পুরসভায় ২২১ জন চাকরি পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ও ধৃত অয়ন শীলের হাত ধরে সেইসব চাকরি হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এদিন ইডি নজরে উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভার চেয়ারপার্সন। জানা গিয়েছে, কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা, বরানগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মল্লিক এবং দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত, দক্ষিণ দমদম এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়-সহ পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতিতে একাধিক জায়গায় চলে তল্লাশি অভিযান।

বস্তুত, অয়ন শীলের সংস্থা কীভাবে বছরের পর বছর কীভাবে পুরসভাগুলির টেন্ডার পেয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধে গোয়েন্দাদের। একমাত্র অয়ন শীলের সংস্থা যাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। এরপর অয়ন শীল গ্রেপ্তার হতেই তাঁর বয়ানে রথীন ঘোষ ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক নেতার নাম উঠে এসেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। গোয়েন্দারা মনে করছেন, এ দিনের তদন্তের পর বেশ কিছু নথি হাতে আসতে চলছে তাঁদের। যা থেকে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

উৎসবের মুখে দুর্যোগের ভ্রুকুটি রাজ্যের আকাশে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মুখে দুর্যোগের ভ্রুকুটি রাজ্যের আকাশে। প্রকৃতির রোষে বিধ্বস্ত প্রতিবেশী সিকিম এবং লাগোয়া উত্তরবঙ্গ। বানভাসি হওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুনছেন দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলার অগণিত মানুষ। বিধ্বস্ত সিকিমে আটকে রয়েছেন রাজ্যের দু'হাজারের বেশি পর্যটক। তাঁদের ফেরানোর জন্য রাজ্য সরকার এবং সেনাবাহিনী সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের উদ্বিগ্ন পরিবারের তরফেও বারবার ফোন করা হচ্ছে নবান্ন আর পর্যটন দফতরের কন্ট্রোল রুমে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর সিকিম এবং লাচেনের এলাকায় সাড়ে চারশো পর্যটক রয়েছেন। ওইসব এলাকায় টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ এখনো না ফেরায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। সেনাবাহিনির স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই টেলি যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সিকিম প্রশাসনের তরফে। সিকিমের পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে ওই পর্যটকরা নিরাপদে রয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে নবান্ন থেকে জারি করা এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এরমধ্যে ৪ জন সেনা জওয়ান-সহ মোট ৬ টি দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Binayak Dutta Gupta** Son of Late Naresh Chandra Dutta Gupta residing at P-15 Gariahat Road South, 5th Floor South West, Post Office Jodhpur Park, P.S. : Lake, Kolkata-700068 do hereby Solemnly Affirm and declare that my Original and Actual name is Binayak Dutta Gupta and my father's Original and Actual name is Naresh Chandra Dutta Gupta. That myself **Binayak Dutta Gupta** and **B. Dutta Gupta** my father **Naresh Chandra Dutta Gupta** and **N. C. Dutta Gupta** is the same and one identical person vide Affidavit No. 58139 dated 29.09.2023 before the court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata.

নাম-পদবী

LICI পলিসিতে (447696388) আমার নাম Md. Fajar Ali, পিতা Md. Sirajul Sk. আছে। গত ০৫-০৯-২০২৩ তারিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Faraj Sk. পিতা Sirajul Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

LIC এর 426362829 পলিসিতে আমার নাম রাসিদুল সেখ পিতা আবেদ আলী সেখ ছিল। গত ১৩/৯/২৩ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি রিদু সেখ পিতা আবেদ আলী সেখ নামে পরিচিত হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই অক্টোবর, ১৮ ই আশ্বিন, সপ্তমী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-- তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দূর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

(ড, মেঘনাদ সাহা র ভূমিষ্ঠ দিবস।
যোগীরাজ শ্যামাচরন লাহীড়ি র ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15390 নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Sinha S/o. Shibkali Sinha ও Pranab Kr Singha S/o. Lt. S. K. Singha সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15389 নং এফিডেভিট বলে আমি Parimal Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nakul Chandra Roy ও N. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15388 নং এফিডেভিট বলে Sandip Kumar Paul S/o. Gopal Chandra Paul ও Sandip Paul S/o. G. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15357 নং এফিডেভিট বলে আমি Ajoy Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalipada Ghosh ও K. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 20/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14584 নং এফিডেভিট বলে আমি Achinta Hazra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bibhuti Bhusan Hajra ও B. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 20/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14582 নং এফিডেভিট বলে Susanta Hazra S/o. Bibhuti Hazra ও Sushanta Hazra S/o. B. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 20/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14581 নং এফিডেভিট বলে Manosh Nandy S/o. Surendra Nath Nandy ও Manas Nandy S/o. S. N. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 05/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি Shoumen Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranjit Kumar Sadhukhan ও R. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 53 নং এফিডেভিট বলে Sk. Riyajul Hak S/o. Sk. Ismail ও Sk. Riajul Haque S/o. Lt. Ismail সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 13/07/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে Sandeep Sett S/o. Sunil Kumar Sett ও Sandip Sett S/o. S. Sett সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 17/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে এফিডেভিট বলে Dibyendu Pal S/o. Keshab Chandra Pal ও Dibyendu Paul S/o. Keshab Chandra Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 05/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 68 নং এফিডেভিট বলে Asis Kumar Belel S/o. Biswanath Belel ও Asis Belel S/o. B. Belel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 27/09/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 81 নং এফিডেভিট বলে Ishar Ali ও Isahar Ali Mollah S/o. Rahimamolla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- tender invited by the Prodhan, Madhugari Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Kachharipara, Nadia. **NIT NO. WB/ NADIA/KARIMPUR -I/MGP/04/ 15th FC/2023,** Last date of submission **12.10.2023 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15385 নং এফিডেভিট বলে আমি Arindam Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Banerjee ও D. K. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15358 নং এফিডেভিট বলে Sk Dil Mahammad S/o. Sk Rahim Box ও Sk Dil Mohammad S/o. Lt Rahim Box সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 03/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15205 নং এফিডেভিট বলে Bijoy Adhikary S/o. Lakshmi Narayan Adhikary ও Bijay Adhikary S/o. L. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 03/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15214 নং এফিডেভিট বলে আমি Bhaskar Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Khokan Pal ও T. P. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

Change Of Name

I **SRISTI CHOUDHURY** D/O LATE SURESH CHOUDHURY RESIDING AT HANSESWARI 2nd BYE LANE, PO-BANSBERIA. P.S-MOGRA, DIST-HOOGHLY. W.B-PIN-712502, THAT SAID **SRISTI CHOUDHURY AND SUDHIR CHOUDHURY IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON**. VIDE AFFIDAVIT IN THE COURT OF LD. EXECUTIVE MAGISTRATE HOOGHLY AT CHINSURAH-DATE-9/9/21

CHANGE OF NAME

I, PRADIP MAHATO S/O Late Jayshri Lal Mahato resident of Shastrinagar, Panchantala, P. O. - Authpur, P. S. - Jagaddal, Dist - North 24 Parganas do hereby declare vide affidavit filed in the court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore dated 19.08.2014 that my actual and correct name is PRADIP MAHATO and it is recorded in my Aadhar card but inadvertently, my name has been recorded as ASHOK MAHATO S/O Late Jayshri Lal Mahato in my service record and E.S.I.C. Card. PRADIP MAHATO and ASHOK MAHATO is the same and one identical person, the record should be corrected.

SITUATION VACANT

JATINDRA MOHAN COLLEGE OF EDUCATION
VILL- ARABPUR, P.O-HARIPUR, P.S-HOGALBARIA, DIST- NADIA, PIN-741122, WB.
Interview

For B.ED Faculty of JATINDRA MOHAN COLLEGE OF EDUCATION, VILL-ARABPUR, P.O-HARIPUR, P.S- HOGALBARIA, DIST-NADIA, PIN-741122, WB Reqd for principal-1, Assistant professor in pedagogy of Life Science-1, Assistant professor in foundation course (Education) -4. Qualification as per NCTE latest Rule & Regulation, State govt, & BSAEU (WBUTTEPA) norms. Send C.V with contact no & Photo within 7 Days to **Email- soumitra.jmc@gmail.com, Contact No- 779717242, 7602684625. In connection to our previous Advertisement dated-20/09/2023.**

SITUATION VACANT

PROVADEVI B.ED COLLEGE
BARNIA,NADIA,741156
Interview

For B.ED Faculty of PROVADEVI B.ED COLLEGE, Barnia, Nadia,741156 Reqd for principal-1, Assistant professor in pedagogy of school subject- English 1, Assistant professor in pedagogy of school subject Political Science-1, Assistant professor in pedagogy of school subject Education-1, Assistant professor in performing Art-1, Assistant professor in Physical Education-1. Qualification as per NCTE latest Rule & Regulation, State govt, & BSAEU (WBUTTEPA) norms. Send C.V with contact no& Photo within 7 Days to Email- **provadevibedcollege@gmail.com,** In connection to our previous **Advertisement dated- 28/09/2023.**

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMED AYUB SOLANKI S/O Fateh Mohammed resident of 1/1C, Kavi Md. Iqbal Road, Khidderpore, Kolkata - 700023, WB, hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate at Alipore dated 04.10.2023 that inadvertently my name has been recorded in my son Mohammad Arshad Solanki's education certificate vide no. C/009642 as Mohammed Ayub in place of Mohammed Ayub Solanki. It should be rectified. MOHAMMED AYUB SOLANKI and MOHAMMED AYUB is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ১ম আদালত, চুঁচুড়া
২০১১ সালের ৩৪৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

বাদী- সেখ ইসমাইল দীং
-বনাম-
বিবাদী- সেখ জিয়াউল মন্ডল দীং

এতদ্বারা ২/(ক) মোসলেমা বিবি, স্বামী- মরহুম সেখ নঈম মন্ডল, (খ), সেখ রেজাউল মন্ডল, ওরফে রাজু, (গ) - সেখ সফিকুল মন্ডল (ঘ) - সেখ মনিরুল মন্ডল, (ঙ) সেখ সামিরুল মন্ডল সকলের পিতা মরহুম সেখ নঈম মন্ডল, সকলের সাং- মূলগ্রাম, পোঃ- ইনছুরা, থানা-পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী (চ)-নাজিমা বেগম, স্বামী- সেখ দালাল উদ্দিন ওরফে ভুলু, সাং- সাতবাঙালী, পোঃ-পাকড়ী, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী কে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত মূলগ্রাম সাকিমের বাসিন্দা সেখ ইসমাইল, সেখ ইব্রাহিম, সেখ ইসরাইল, সেখ রহমাতুল্লা, এবং জেলা- হুগলীর পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচী বাটিকা সাকিমের বাসিন্দা সুফিয়া খাতুন, স্বামী সেখ জহিরউদ্দিন ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভোপাল এর চৌকি তল্লাইয়া সাকিমের বাসিন্দা সালেহা খাতুন স্বামী সেখ কবিউদ্দিন ও জেলা- পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত ধাড়াং এর বাসিন্দা সাহিদা খাতুন, স্বামী- সেখ সাজিজ, আপনাদের বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত মূলগ্রাম মৌজাস্থিত জে. এল. নং-১৫ ও ৩৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল ৫০৮ দাগের ২৮ শতক শালি ও ৫২১ দাগের ৩১ শতক শুনা, হাল ৩২৭ নং দাগের ২৯ শতক শালি, হাল ৫৩০ দাগের ৫ শতক শালি, হাল-৫৪৫ দাগের ৮২ শতক শুনা, হাল ৫৫৭ দাগের ৩৬ শতক শালি, হাল-৫৭৮ দাগের ৩৫ শতক শালি, হাল ৭৪৭ দাগের ৩২ শতক শালি, হাল ৬৯৯/৮৭৯ দাগের ১৪ শতক শালি জমি, এবং জেলা- হুগলীর পাণ্ডুয়া, থানার মূলগ্রাম মৌজাস্থিত ১৫ নং জে. এল. ভুক্ত, ও হাল ৩৪ নং খতিয়ানে ও সাবেক ৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, ৭৪৭ দাগের ৩২ শতক শালি ও আর. এস. ৯২ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল-৫৫৭ নং দাগের ৩৬ শতক শালি জমি লইয়া জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন-১ম আদালত, চুঁচুড়ায় যে ২০১১ সালের ৩৪৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, তথায় আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা রায় হইবে।

বাদীগণের পক্ষে
তন্ময় মুখার্জী
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন-১ম আদালত, চুঁচুড়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

মেঘভাঙা বৃষ্টি ও একাধিক জলাধার থেকে ছাড়া জলে পরিস্থিতির আরও অবনতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেঘভাঙা বৃষ্টি ও একাধিক জলাধার থেকে ছাড়া জলে পুজোর মুখে রাজ্যের একাধিক জেলায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও বাঁধ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়ায় পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ডিভিসির বিভিন্ন বাঁধ থেকে ফের জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির ফের অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ডিভিসির জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে দামোদর এবং বরাকর নদীতে প্রচুর পরিমাণে জল এসে ঢুকছে। ডিভিসি সকাল ১১ টা নাগাদ মাইথন থেকে ৩০ হাজার এবং পাঞ্চেত থেকে ৩৫ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু করে। মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে বেশি জল ছাড়ায়, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৮৬ হাজা ৯৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। তেনুঘাট এবং কোনার ড্যাম থেকেও জল ছাড়া হচ্ছে। যার ফলে মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধারে চাপ বাড়ছে। তাই বন্যার আশঙ্কা থাকলেও জলাধারে বাড়তি জল ছাড়া হচ্ছে মাইথন এবং পাঞ্চেত ড্যাম থেকে। একই কারণে জল ছাড়ছে দুর্গাপুর ব্যারেজও। আবার নতুন করে জল ছাড়া দুর্গাপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্ন গঙ্গা অববাহিকায় বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতিতে প্রাণহানীর ঘটনা ঠেকাতে রাজ্যের ৯টি জেলায় মোট ২০৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বিপদজনক এলাকা থেকে ১১ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে আনা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি এনডিআরএফ দল মোতায়েন রাখা হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় ১টি দল এবং শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় ১টি দল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ৭টি এসডিআরএফ দলও মোতায়েন রাখা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বুকে হুগলি ও হাওড়া জেলায় ২টি করে ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১টি এসডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে।

রাজ্যের ১৯১ টি ত্রাণ শিবিরে ৯২১৫ জনকে রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ৪জেলায় খোলা হয়েছে মোট ২৫টি ত্রাণ শিবির। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে কালিংম্পং জেলায়, ১০ টি। জলপাইগুড়িতে ৮ টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। কোচবিহারে খোলা হয়েছে ৫টি ও দার্জিলিং জেলায় খোলা হয়েছে ২টি ত্রাণ শিবির। জলপাইগুড়ি জেলার ত্রাণ শিবিরে রয়েছে ১ হাজার ৩৯০জন, কালিম্পংয়ের ত্রাণশিবিরে রয়েছেন ১ হাজার ৫৯৯জন, কোচবিহারের ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন ৩৭৬জন এবং দার্জিলিংয়ের ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন ২১৯জন। সব মিলিয়ে উত্তরের ৪টি জেলার ২৫ টি ত্রাণ শিবিরে এখন রয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৪ জন।

দক্ষিণবঙ্গে প্লাবনের কবলে পড়া ৫টি জেলায় খোলা হয়েছে ১৬৬ টি ত্রাণ শিবির। এর মধ্যে ৮৮ টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। ৩৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে হুগলি জেলায়। ২৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে পুরুলিয়া জেলায়। হাওড়া জেলায় খোলা হয়েছে ১২ টি ত্রাণ শিবির। বাঁকুড়া জেলায় খোলা হয়েছে ১০ টি ত্রাণ শিবির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ত্রাণশিবিরে ২৩১৩ জন রয়েছেন, ১ হাজার ১০৪জন রয়েছেন হুগলি জেলার ত্রাণ শিবিরে, ১ হাজার ৫১৪ জন রয়েছেন হাওড়া জেলার ত্রাণশিবিরে, পুরুলিয়ার ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ৫৫৯ জন এবং বাঁকুড়া জেলার ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন ১৪১ জন। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের ১৬৬টি ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন ৫ হাজার ৬৩১ জন।

সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করায় ৩ বিদেশি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রোর নোয়াপাড়া কারশেডের সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়ায় তিন বিদেশির বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, ভারতীয় রেলওয়ে আইন ১৯৮৭ ও রেলওয়ে সংশোধনী আইন, ২০০৩ অনুযায়ী তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের ১৪৫, ১৪৬ ও ১৪৭ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালানো হচ্ছে। কলকাতা মেট্রোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ সূত্রে খবর, বুধবার রাত ১১টা ১০ মিনিট নাগাদ নোয়াপাড়া কারশেডের মধ্যে রাতের অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এই তিন বিদেশিকে। সেই সময় ওই এলাকায় টহলরত আরপিএফ-কর্মীদের নজরে পড়েন তাঁরা। তিন বিদেশির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় আরপিএফ কর্মীদের। আরপিএফ-কর্মীরা তাঁদের দিকে এগিয়ে যেতেই ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন ওই তিন বিদেশি। যদিও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যান ওই তিন জন। এরপর তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। এই জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা কেন সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করলেন সে ব্যাপারেও সঠিক কোনও জবাব দিতে পারেননি ওই তিন বিদেশির কেউই। দেখাতে পারেননি কোনও বৈধ কাগজপত্রও। এদিকে তাঁদের কাছ থেকে মেলে চারটি ক্যামেরা, মাথায় সেট করার মতো একটি জোরালো আলো দিতে পারে এমন হেড টর্চ, বেশ কিছু স্প্রে পেইন্ট। এছাড়া বেশ কিছু ব্যাগও পাওয়া যায়। সেগুলিতেও বিভিন্ন রং ঠাসা। এরপরই এই সব জিনিস আটক করেন আরপিএফ আধিকারিকরা। ভারতীয় রেলওয়ে আইন ১৯৮৭ ও রেলওয়ে সংশোধনী আইন, ২০০৩ অনুযায়ী তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশ্য মেট্রো রেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের কাছে তাঁরা স্বীকার করেন যে, তাঁরা মেট্রোর বগির গায়ে ছবি আঁকতে নোয়াপাড়া কারশেডের ভিতরে ঢুকেছিলেন। এই তিন বিদেশি আরও স্বীকার করেছেন, যে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে ছবি আঁকেন। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর এদিন, শিয়ালদার এসিজেএম কোর্টে তাদের তোলা হয়।

হাওড়ায় পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল সিটি পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার শরৎ সদনের অনুষ্ঠানে হাওড়া সিটি পুলিশ আয়োজিত ২০২৩ শারদোৎসবের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক দীপপ প্রিয়া পি, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন, হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী মুক্তেশানন্দজি মহারাজ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। সমন্বয় সভার জন্য রাজ্য সরকারের দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সিইএসসি, পিডব্লুউডি, ডব্লুউবিএসইডিসিএল এর আধিকারিকরা সহ বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই বছর হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় সরকার অনুমোদিত ১ হাজার ৩৫০টি পুজো হচ্ছে। তৃতীয়া থেকেই দর্শনার্থীরা পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে আসতে শুরু করবেন। সেইমতো মণ্ডপের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। ২৪ অক্টোবর দশমী থেকে ২৬ অক্টোবর দ্বাদশী পর্যন্ত এই তিনদিন গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন করার জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। শহরের বড়ো পুজো মণ্ডপগুলোর সামনে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। বিসর্জনের সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে নিরঞ্জনের ঘাটগুলোতে। এছাড়াও প্যান্ডেলে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

চাষিদের কৃষি প্রযুক্তি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হল কৃষি প্রযুক্তি সচেতনতা কর্মসূচি। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রাঙ্গণে স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তিতে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় কৃষি প্রযুক্তি সচেতনতা কর্মসূচি (বিবেকানন্দ কৃষি মিত্র প্রকল্প) অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী অশেষানন্দজি মহারাজ। এই কর্মসূচিতে সংগঠনের ইতিহাস ও কাজ সম্পর্কে শিক্ষক পার্থ সারথী মণ্ডল বলেন, এই সংগঠনের জন্ম হয়েছে স্বামীজির আদর্শে।

বৃষ্টিতে ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টি চলছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। প্রবল বৃষ্টি পাশ্ববর্তী ঝাড়খন্ডেও। এই পরিস্থিতিতে একাধিক ট্রেন বাতিল করল দক্ষিণ পূর্ব রেল।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৬ অক্টোবর ২০২৩ ১৮ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

যোগেশচন্দ্র ল কলেজের অধ্যক্ষা ও এক অধ্যাপককে অপসারণের নির্দেশ

যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে তবে পুনর্বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে মানিক ভট্টাচার্যর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে মামলা হয়েছিল হাই কোর্টে। পাশাপাশি অভিযোগ ছিল, উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক জন অধ্যাপককে নিয়োগ করেছিলেন মানিক।

সেই মামলায় এবার ল'কলেজের অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েন্‌কাকে পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলেজের আরও এক অধ্যাপককেও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, ইউজিসি নির্ধারিত যোগ্যতা তাঁদের নেই। শুক্রবার থেকেই এই দু'জন আর কলেজে ঢুকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের যোগ্যতামান স্থির করে দেয়। ইউজিসির ঠিক করে দেওয়া যোগ্যতা না থাকায় এ বার পদ হারালেন কলকাতার এক আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং এক অধ্যাপক। আইনজীবী অর্ককুমার নাগকে স্পেশাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অর্ককুমার নাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বৃহস্পতিবারই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষের অফিসে তালা লাগাতে হবে।

বিচারপতি জানান, অপসারিত দু'জনেই যদি তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তা হলে পুনর্বহাল করা হবে। আজ, শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে মানিক ভট্টাচার্যর নিয়োগ নিয়ে মামলা হয়েছিল হাই কোর্টে। মানিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, অধ্যক্ষ হওয়ার যোগ্যতা না থাকার পরও তিনি কলকাতার আইন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক জন অধ্যাপককে নিয়োগ করেছিলেন মানিক। মামলাকারীর অভিযোগ, ওই অধ্যাপক নিজেদের স্বার্থে কলেজে বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতীকে প্রশয় দিয়েছেন। সেই দুষ্কৃতীরা কলেজকে অসামাজিক কাজের আখড়ায় পরিণত করেছেন। মামলাকারীর দাবি, পুলিশ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মৌখিক নির্দেশ, অভিযোগ খতিয়ে দেখে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী ৯ অক্টোবরের মধ্যে ওই দুষ্কৃতীদের আদালতে হাজির করাবে পুলিশ। বিষয়টিতে নজর রাখবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারও।

বেতন ফেরাতে হবে মানিককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আদালতে। যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে কোনও নিয়ম না মেনেই তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসেছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে সামনে এনেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, কোনও কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য অন্তত ১৫ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। কিন্তু মানিকবাবুর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না বলেই অভিযোগ।

এই মামলায় মামলাকারীদের তরফ থেকে এ দাবিও আদালতে তোলা হয় যে, মানিক ভট্টাচার্য ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যে বেতন পেয়েছেন তা ফিরিয়ে নেওয়া হোক। এই দাবির প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিও হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে। এরপর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বেঞ্চ রাজ্যকে নির্দেশ দেয় কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে মানিক যা বেতন পেয়েছেন, তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

শুক্রবার যোগেশচন্দ্র কলেজের পরিচালন সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিচালন সমিতির নির্বাচনের ওপরও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে কলকাতা হাই কোর্ট।

ক্লাস আগে তারপর মিছিল, শিক্ষকদের মিছিল নিয়ে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে তিন হাজার শিক্ষক একসঙ্গে মিছিলের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। এদিকে শিক্ষকদের তরফ থেকে এই আর্জি শুনে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ ক্লাসের সময়ে মিছিল করা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত, টাকা বাড়ানো সহ একাধিক দাবি নিয়ে মিছিল করতে চান এই শিক্ষকেরা। এদিন এই মিছিল প্রসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে ব্যস্ত সময়ে অসুবিধা না হয় এমন কোনও রুট বেছে নেওয়ার কথাও জানানো হয়। এরপরই রাজ্য ও শিক্ষক সংগঠনকে বিকল্প রুট খুঁজে আসার কথা বলা হয়।

প্রসঙ্গত, বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, সরকারের কাছে দীর্ঘদিন আবেদন করেও কাজ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হচ্ছে শিক্ষকদের।

মিছিলের এই আর্জি আদালতে জানাতেই বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, 'শিক্ষকরা ক্লাস না নিয়ে কাজের দিনে কী করে মিছিলে অংশ নেবেন? আগে ক্লাস করিয়ে প্রয়োজনে তারপরে সাংগঠনিক বিষয়ে যোগ দেওয়া উচিত। অথবা ছুটির দিনে এমন ব্যাপারে অংশ নেওয়া যুক্তিযুক্ত।' শুধু তাই নয়, মিছিলের রুট নিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'তিন হাজার শিক্ষক এইভাবে দিনের ব্যস্ত সময় শহরে মিছিল করলে তাতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।' একইসঙ্গে আগের রুট বাতিল করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। কোনও বিকল্প রুটে মিছিল হবে কি না সে ব্যাপারে শুক্রবার সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। রাজ্যের আর্জি, পুজোর আগে এমন মিছিলে অনুমতি দেওয়া হলে তাতে সমস্যায় পড়বেন সাধারণ মানুষ। আর সেই কারণেই পুজোর পরে অনুমতি দেওয়ার কথা বলে রাজ্য। এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, 'পুজো কোনও বিষয় নয়। মহালয়ার আগেও এমন মিছিল করা যেতে পারে।'

কোনও বিকল্প রাস্তা বা বিকল্প কোনও ফাঁকা জায়গায় জমায়েতের প্রস্তাব নিয়ে শুক্রবার আদালতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে রাজ্য ও ওই সংগঠনকে। বিভিন্ন দাবিতে আগামী ১৩ অক্টোবর আচার্য সদন থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিল করার আবেদন জানিয়েছিল বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের এই মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। সে কারণেই আদালতে মামলা করেছে ওই সংগঠন।

নবান্ন দাপিয়ে বেড়াল পবনপুত্র, নাস্তানাবুদ নিরাপত্তাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাই সিকিওরিটি জোনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের নাজেহাল করে দাপিয়ে বেড়াল এক হনুমান। নবান্নের বিভিন্ন অফিস, রেলিং এর ঘুরে একসময় নিজের ইচ্ছেতেই চম্পট দিল সে। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই নবান্নের ১৩ তলায় ঢুকে পড়ে হনুমান। তাঁকে ধরতে নাজেহাল হয়ে যান নিরাপত্তাকর্মীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও।

জানা গিয়েছে, একতলা দিয়েই ঢুকেছিল পবনপুত্র। এর পর লাফাতে লাফাতে উঠে পড়ে ১৩ তলায়। আর ১৪ তলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর। যদিও চিকিৎসকদের পরামর্শে বর্তমানে তিনি বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। অফিসে আসেননি এদিন। তবে নবান্নর মতো হাই সিকিউরিটি জোনে হনুমান ঢুকে তাণ্ডব চালানোয় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সেখানেই দীর্ঘক্ষণ বারান্দার রেলিংয়ে বসেছিল হনুমানটি। ১৩ তলার কর্মীরা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেও হেলদোল ছিল না তার। বরং বারান্দার রেলিংয়ে বসেছিল খোশমেজাজে। হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে হনুমানটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে দেখা যায় নিরাপত্তাকর্মীদের। কিন্তু তাদের সামনে লাফাতে লাফাতে যেতে দেখা যায় হনুমানটিকে।

এদিকে হনুমান ধরতে বন দপ্তরে খবর যায়। জানা গিয়েছে, দূর থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত নিরাপত্তারক্ষীদের ধমক ধামকের কোনও পরোয়াই করেনি পবননন্দন। বরং কারও রক্তচক্ষুকে পাত্তা না দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের অফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সে। হনুমানের আতঙ্কে নবান্নের বিভিন্ন ফ্লোরে দরজা বন্ধ করে দেন সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। কাউকে আবার দেখা যায় হনুমানকে ডেকে স্নেহ ভরে বিস্কুট জল খাওয়াতে।একঘণ্টার পরে হনুমানটি নিজে থেকেই বেরিয়ে গেলে স্বস্তি ফেরে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের।

কিশোরের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতি না মানসিক চাপ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাজিনগরে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে এক কিশোরের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। কাঠগড়ায় শহরেরই একটি নার্সিংহোম। আর এই ঘটনায় সরব মৃতের পরিবারের সদস্যরা। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বছর পনেরোর নীলাদ্রি মান্নাকে ভর্তি করা হয় সংশ্লিষ্ট ওই নার্সিংহোমে। পরিবারের অভিযোগ, এরপর যথাযথ পরিষেবা না মেলার কারণে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারের ছেলের।

মৃতের পরিবার সূত্রে এও জানা গেছে, মঙ্গলবার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে নীলাদ্রিকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন পরিবারের সদস্যরা। বিকেল চারটে নাগাদ নাবালককে জেনারেল বেডে ভর্তি করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, এরপর বুধবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চিকিৎসক ওই কিশোরকে দেখতে এসে জানান, তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হবে। তবে পরিবারের তরফে নীলাদ্রিকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনই নার্সিংহোমের তরফে রিস্ক বন্ডেও সই করতে বলা হয় বলে দাবি মৃতের পরিবারের। এদিকে, যে চিকিৎসক নীলাদ্রিকে দেখছিলেন তিনি জানিয়েছিলেন সাইক্রিয়াটিক ও কার্ডিওলজি ডাক্তার প্রয়োজন। পরিবারের অভিযোগ, সন্ধ্যে ছ'টা বেজে গেলেও না সাইক্রিয়াটিক বা কার্ডিওলজি কোনও ডাক্তারই ওই কিশোরকে দেখতে আসেননি। এরপর বুধবার রাতে মৃত্যু হয় নীলাদ্রির। এই ঘটনার পরই নার্সিংহোম চত্বরে দেখা দেয় উত্তেজনা। তা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নেতাজিনগর থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, চিকিৎসার গাফিলতির জন্যই মৃত্যু হয়েছে ওই তাঁদের বাড়ির ছেলের।

মৃত কিশোরের মা গোপা মান্না জানান, 'ওর গায়ে হালকা জ্বর ছিল। সেই অবস্থায় ভর্তি করাই নার্সিংহোমে। যে চিকিৎসক ওকে দেখছিলেন তিনি জানান সাইক্রিয়াটিক ও কার্ডিওলজি ডাক্তার দেখাতে হবে। এরপর জানলাম আমার বাচ্চার অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। ওকে আইসিইউতে দেওয়া হয়েছে। আমরা অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলাম। এখানকার ডাক্তার বলল স্থানান্তরিত করতে হলে রিস্ক বন্ডে সই করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ ভয়ে আর অন্য কোথাও নিয়ে যাইনি। পরে শুনছি কোনও ডাক্তারই ছেলেটাকে দেখতে আসেনি।' এদিকে এই ঘটনার বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রাথমিক ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও সময় গড়ালে সামনে আসে বেশ কিছু তথ্য। কারণ, নীলাদ্রির পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনার চাপের কারণে সে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ অ্যামলোডিপাইন (১৫০ মিলিগ্রাম) খেয়েছিল। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে নীলাদ্রি। এখানেই দানা বেঁধেছে বিতর্কেরও। কারণ, হাসপাতালের দাবি, ড্রাগ ওভারডোজের কারণে মৃত্যু হয়েছে স্কুল পড়ুয়ার।

এরই পাশাপাশি মৃত পড়ুয়ার পরিবারের দাবি, বই পড়তে বরাবরই ভীষণ ভালোবাসত নীলাদ্রি। পড়াশোনায়ও সে যথেষ্টই মেধাবী ছিল। তবে কেন সে ওষুধ খেল, তা নিয়ে এখনও ধন্দে গোটা পরিবার। যদিও পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ সামলাতে নীলাদ্রিকে যে বেগ পেতে হয়েছিল, তা তার পরিবারের কথায় স্পষ্ট।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের হেনস্থা। ইউএপিএ আইনে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে মিছিল কলকাতা প্রেস ক্লাবের। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তি পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন এ রাজ্যের সাংবাদিকেরা। ছবি: অদিতি সাহা

রোদ উধাও, নাগাড়ে বৃষ্টিতে মাথায় হাত শিল্পী-উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো একেবারে দোরগোড়ায়। কিন্তু অসুরের ভূমিকায় একনাগাড়ে বৃষ্টি। নিম্নচাপ কিংবা টানা বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত মণ্ডপ শিল্পী ও পুজো উদ্যোক্তাদের। তবুও রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা একটু একটু করে কাজ এগোচ্ছেন। শক্তিমায়ের অন্যতম পীঠস্থান উত্তর শহরতলির এই শ্যামনগর। থিম ভাবনায় এখানে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতাও চলে। শ্যামনগর নতুনপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৭৫ তম বর্ষের থিম দিল্লির লালকেল্লা। পাশাপাশি ইসরো-র বিজ্ঞানীদের সম্মান জানিয়ে এখানে এবারের বিশেষ আকর্ষণ চন্দ্রযান-৩। পুজো কমিটির কর্নধার সোমনাথ তালুকদার বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ মণ্ডপ তৈরিতে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ক্লাব ঘরের মধ্যে শিল্পীরা নকশার কাজ করছেন।' সোমনাথবাবুর আশা, দুর্যোগ কাটিয়ে ঠিকসময়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। শ্যামনগর মাতৃপল্লি মুক্তি সংঘের পুজো এবারে ৭ বছরে পড়েছে। বাংলার কুটিরশিল্পের আদলে এখানে মণ্ডপ সাজানোর কাজ চলছে। বেতের ঝুড়ি থেকে শুরু করে কুলো, বেড়া স্থান পাবে মণ্ডপ সজ্জায়। থিম মেকার তথা পুজো কমিটির সম্পাদক অভিষেক পাল বলেন, 'টানা বৃষ্টির জেরে মণ্ডপের বাইরের নকশার কাজ পুরো থমকে গিয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারে মণ্ডপসজ্জার বেতের নকশার কাজ চলছে।' শ্যামনগর গুড়দহ আমরা সবাই পুজো কমিটির অষ্টম বর্ষের থিম বদ্রীনাথ। এখানকার শিল্পী শিবু সরকার বলেন, 'বাঁশ, বাটাম, ফোম ও প্লাই প্রভৃতি উপকরণ মণ্ডপ সজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ৮০ শতাংশ কাজ এগিয়ে গেছে। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে তাঁরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না।' শিবুবাবুর আশা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মণ্ডপ সাজিয়ে তুলবেন।

সাবেকিয়ানাই ট্র্যাডিশন খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: দুর্গাপুজোয় কলকাতা বা শহরতলির পুজো মণ্ডপে গেলে নজরে আসে হয় থিম নয়তো সাবেকি ঘরানা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানার সঙ্গে থিমের মিশেলে তৈরি তৈরি হচ্ছে পুজো মণ্ডপ আর প্রতিমা। থিমের ছোঁয়া থাকলেও প্রতিমার মুখ থাকছে সাবেকি ধাঁচেরই। অন্তত বেশিরাভাগ ক্ষেত্রে এমনটাই দাবি করছেন বিভিন্ন পুজোর উদ্যোক্তারা।

তবে ওই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে গিয়ে মা দুর্গার সেই দশপ্রহরণধারিণী রূপটাই কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বঙ্গবাসীর একটা বিশেষ অংশ। তবে একদম সাবেকি স্টাইলে প্রতিমা যে হচ্ছে না তাও নয়। তবে তা একেবারেই হাতে গোনা। দুর্গাপুজোয় এতো বিবর্তনের মাঝেও সাবেকিয়ানার ট্র্যাডিশন কিন্তু বহন করে চলেছে খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাব। দেখতে দেখতে ৭৮ তম বর্ষে পা দিল এই পুজো। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যে, এই পুজোর বৈশিষ্ট্যই হল ট্র্যাডিশনকে বহন করে নিয়ে চলা। এই প্রসঙ্গে খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাবের সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে একটা আবেগ। এটা এখন শুধু জাতীয় উৎসবই নয়, এই পুজো এখন পৌঁছে গেছে আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও। সেই কারণে এক ভারতবাসী হিসেবে আমি গর্বিতও। সেই কারণেই দুর্গাপুজোর এই ট্র্যাডিশনকে সবার সামনে পৌঁছে দিতে এই পুজোর উদ্যোক্তারা সবসময়ই জোর

দেন দেবীর অকালবোধনের ওপর। কারণ, বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো অবগত নন, দুর্গাপুজোর অকালবোধন সম্পর্কে। যেখানে তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে মা দুর্গার আশীর্বাদ নিতে এই পুজো করেন। এরপর মা দুর্গার আশীর্বাদে লঙ্কা বিজয় সম্পন্ন করে সীতাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন শ্রীরামচন্দ্র। পুরাণে লেখা এই অকালবোধনকেই পরে বাঙালি দুর্গা বন্দনার শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে নিজেদের সংস্কৃতিতে আপন করে নেয়।'

অর্থাৎ এর থেকে স্পষ্ট, শ্রীরামচন্দ্রের এই অকালবোধনের সমগ্র ঘটনাকে ২০২৩-এর পুজোয় নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে চলেছে খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাব। এই প্রসঙ্গে ক্লাব সভাপতি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে এও জানান, বিগ বাজেটের পুজোতেও কোথাও তুলে ধরা হয় না দুর্গাপুজোর ইতিহাস। আর এই ইতিহাসকেই দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরে কলকাতার নামী দামী পুজোকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চলেছেন তাঁরা। যে ঘটনার উপর ভিত্তি করে এবারে প্রতিমা এবং প্যান্ডেলের রূপদান, তাকে পুজোর উদ্যোক্তারা নাম দিয়েছেন 'সমর্পণ'। কারণ, এই মন্ডপে দর্শনার্থীরা পা রাখলেই মা দুর্গার কাছে শ্রী রামচন্দ্রের সমর্পণেরর ছবিটাই তাঁদের সামনে ভেসে উঠবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের এই পুজোর রূপদান করছেন শিল্পী অর্জুন ভট্টাচার্য। প্রতিমা নির্মাণের পাশাপাশি মন্ডপ নির্মাণও করছেন তিনিই। এই প্রসঙ্গে ক্লাব উদ্যোক্তারা জানান, একেবারে সাবেকি ঘরানায় তৈরি হচ্ছে এই পুজো মন্ডপ। আর সেখানে ফ্যাব্রিক আর সূঁচ সুতোর সূদ কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই অকাল বোধনের নানা ঘটনা। সামগ্রিক এই পরিকল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে করা হচ্ছে আলোকসজ্জার কাজও। কলকাতার দুর্গাপুজোর যে আলোকসজ্জা বহুকাল ধরে নজর কেড়েছে আমবাঙালির সেই ট্র্যাডিশনও এবার ধরা পড়বে খিদিরপুরের এই পুজোয়। তবে লাখ কুড়ি টাকার বাজেটের এই পুজো আরও নানা দিক থেকে যে পিছনে ফেলবে কলকাতার অন্যান্য সব বড় পুজোকেও তা জানাতেও দ্বিধাবোধ করেননি ক্লাব সভাপতি তপনবাবু। কারণ, কলকাতায় বিগ বাজেটের পুজোর ছড়াছড়ি থাকলেও সেখানে মেলে না প্রাণের ছোঁয়া, এমনটাই দাবি করছেন তিনি। পুজোর কয়েকটা দিন মহল্লার সবাই এসে অংশ নেন এই পুজোয়। চারদিনই চলে মণ্ডপে প্রসাদ বিতরণের পালা। তবে নবমীর দিন এই প্রসাদ বিতরণ করা হয় সবার জন্য। এমনকী বাড়িতে বাড়িতেও এদিন পৌঁছে দেওয়া হয় ভোগ। সব মিলিয়ে সর্বজনীনের গন্ডি ছাড়িয়ে এ যেন তৈরি করে বাড়ির পুজোর মতোই এক ঘরোয়া পরিবেশ।

খিদিরপুর এলাকার প্রাচীনতম এই পুজো হয় সেন্ট থমাস স্কুলের ঠিক উল্টোদিকের গলিতেই। আর পুজোর ক'টা দিন এই গলিতে ঢল নামে দর্শনার্থীদের। উদ্যোক্তারা এই প্রসঙ্গে জানান, দর্শনার্থীদের ঢল সামাল দিতে ২০২৩-এ পুজো উদ্বোধন করে দেওয়া হবে তৃতীয়াতেই। আর উদ্যোক্তাদের কথায় এটাও স্পষ্ট, এই পুজো মণ্ডপে পা রাখলে দর্শনার্থীরা টাইম মেশিনে পৌঁছে যাবেন সেই পুরনো দিনগুলোতে। যখন ছিল না দুর্গাপুজোয় কর্পোরেটের ছোঁয়া। বরং মিলতো প্রাণের স্পর্শ। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো রূপ নিতো একে অপরের মিলন মেলায়।

সম্পাদকীয়

জেদ বাড়ল বাংলার

গান্ধীজির বক্তব্য ছিল, তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আস্থা থাকলে নিজেদের জীবনে সেটি প্রয়োগ করতে হবে এবং তাতে অবিশ্বাস থাকলে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহতও করা যাবে। এই দুটি পথকেই তাঁর প্রতি 'শ্রেষ্ঠ সম্মান' প্রদর্শনের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। আজ এরই পাশে রাখতে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। কাকতালীয়ভাবে তাঁরা দু'জনেই গান্ধীজির রাজ্য গুজরাতের সন্তান। গান্ধীজি নিজেকে 'গুজরাতি বেনিয়া' বলে নিজের ওজন লঘু করে দেখাতে চাইতেন। অন্যদিকে, মোদি-শাহরা সর্বক্ষণ নিজেদের মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে ব্যস্ত। আর তাঁদের এই আত্মগরিমা প্রচারের সামনে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাকেই তাঁরা রুখে, এমনকী নির্মূল করে দিতে চান বেনজির বুলডোজ নীতি প্রয়োগ করে। যেমন সোমবার গান্ধীজয়ন্তীতে দেখা গেল দিল্লির রাজঘাটে। বাংলার শাসক দল মহাত্মার সমাধিস্থলের অদূরে শ্রদ্ধা অবস্থান কর্মসূচি নেয়। বাংলার মানুষের প্রতি মোদি সরকারের বেনজির বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং রাজ্যবাসীর প্রাপ্য আদায় করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ছিল ওই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে। তাতে শামিল হন তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত এমপি, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী এবং নানা ক্ষেত্রের আরও অনেক জনপ্রতিনিধি। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, মোদি সরকারের দম্ভের জন্যই বাংলার মানুষ বঞ্চিত। মূলত মরছেন গরিব মানুষ। প্রধান অভিযোগ, মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্পে বৎসরাধিককাল টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে কেন্দ্র। আটকে রাখা হয়েছে গ্রামের মানুষের পাকাবাড়ি তৈরির প্রকল্পের (প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা) বরাদ্দও। সোশ্যাল অডিট এবং অন্য নানাবিধ কেন্দ্রীয় নজরদারিতেও বাংলার সরকার উত্তীর্ণ বলে নবান্নের দাবি। এমনকী, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প রূপায়ণে বাংলা এর আগে একাধিকবার সেরার শিরোপাও অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাকে তার প্রাপ্য অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। স্বভাবতই বাংলার মানুষকে পাশে নিয়েই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। দিল্লিতে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গণ আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা হয়েছে কলকাতা এবং দিল্লি দুই জায়গা থেকেই। কিন্তু তাতে চরমভাবেই ব্যর্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির। শেষমেশ সোমবার লেলিয়ে দেওয়া হয় অমিত শাহের পুলিসকে। গান্ধী মূর্তির সামনে বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের আন্দোলন বল প্রয়োগ করেই ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়। (ফিরে আসে এনআরসি কিংবা কৃষক আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার টাটকা স্মৃতি।) একইসঙ্গে 'দুর্নীতি'র অভিযোগ সামনে এনে হুমকি দেওয়া হয়েছে আর এক দফায় সিবিআইকে (বিতর্কিত এবং আদালত কর্তৃক বারংবার ভর্ৎসিত) ময়দানে নামানোর। সব মিলিয়ে সোমবার গান্ধীজি এবং তাঁর অহিংসার নীতিই পদদলিত হল মোদি-শাহদের সৌজন্যে। বাংলার মানুষের জেদ আরও বাড়িয়ে দিলেন ওঁরা, এই বঞ্চনা ও অপমানের জবাব দিতেও তৈরি হচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয়।

শাশ্বত কথা

নাম মাহাত্ম

চেঁচিয়ে নাম করলে পশু পাখি , বৃক্ষ লতা, এরা নাম শুনে পবিত্র হয়। নামকারী শুদ্ধ হবে। আর একটা জিনিস, যারা পাঁচশো ফুট দূরে আছে তারা নাম শুনতে পেল না, বাতাসে নাম ভেসে বাতাবরণ পবিত্র রাখবে। দূরে যারা আছে তারাও কৃতার্থ হবে। ওই বাতাসে আবার শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া হবে ,তাতে ভেতরটাও শুদ্ধ হবে। যে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পায় সে কি কখনও একটি কর্কট পাওয়া কি ইচ্ছা করে? যে ভেতরের আনন্দ পেয়েছে , তুচ্ছাতি তুচ্ছ রমন সুখ কি কামনা করে, সে অনেক উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, এখানে ক্ষুদ্র জাগতিক সুখ পৌঁছতে পারে না। এ সংসারে যে নামটিকে সার করতে পারে, শুধু মা মা বলে ডাকতে পারে, তিনি হাসতে হাসতে ভবসাগর পার হয়ে যায়। সে একেবারে তুষার রাজ্যে পৌঁছে যায়।

— শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

জন্মদিন

আজকের দিন

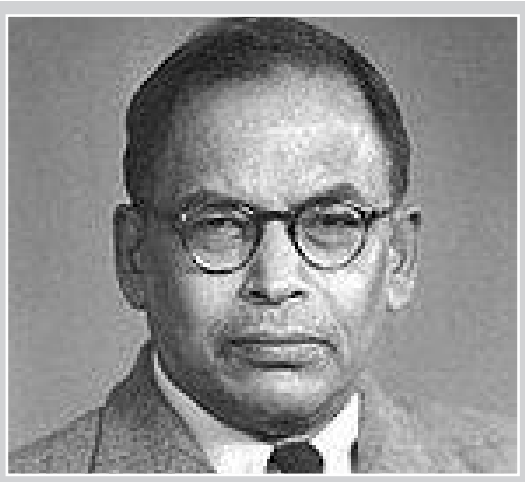

মেঘনাদ সাহা

১৮৯৩ *নোবেলজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সাম্যবাদী আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লব নয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবই জরুরি, একথা বারবার বলেছেন শতবর্ষেও উপেক্ষিত অম্লান দত্ত !

স্বপনকুমার মণ্ডল

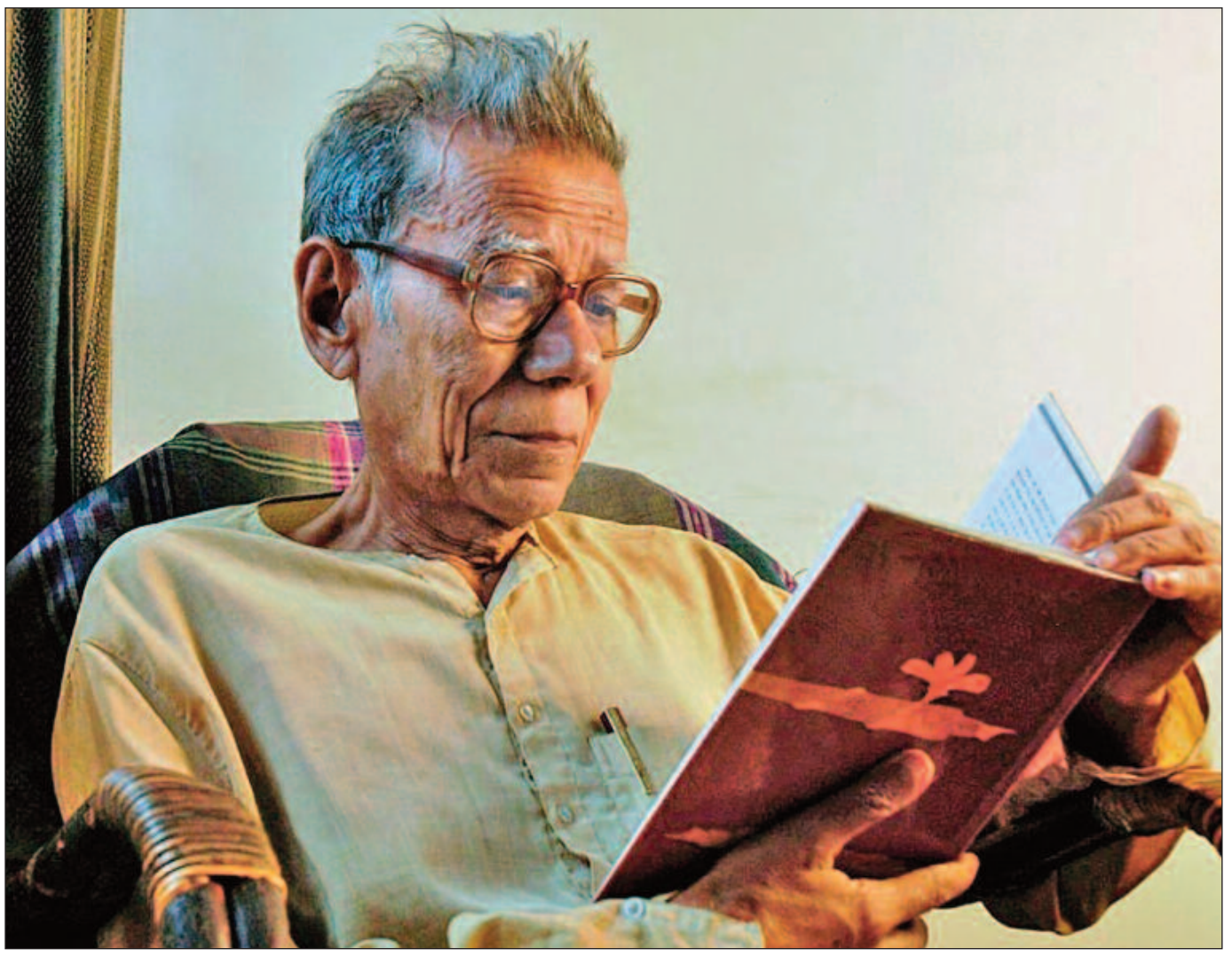

অশান্ত সমুদ্রের তলদেশে থাকে তার প্রশান্ত স্থিরতা। সেখানেই তার রত্নের অভিজাত আয়োজন। উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভ দেখে যেমন তার রত্নাকরের প্রশান্ত প্রকৃতি জেগে ওঠে না, তেমনই জনসমুদ্রের কোলাহলে মানুষের নীরবে চলা অমূল্য মনীষার পরিচয়ও আত্মগোপন করে। নীরবতা যে পরিণত মননের প্রকাশ,আমাদের তা অনেক সময়েই খেয়ালে আসে না। শুধু তাই নয়,নীরবেও যে তীব্র প্রতিবাদ করা যায়,তা নিয়েও আমরা যথেষ্ট সচেতন নই,বিশ্বাসও নেই। অবশ্য যেখানে বিশ্বাসের অভাব,সেখানে যুক্তিও অকেজো। আবার আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই তার সিদ্ধান্তেও দোলাচলতা নেমে আসে। প্রতিরোধের বিনীত ভাষাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, প্রতিশোধে তার উগ্র মূর্তি প্রত্যাঘাতে সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে ছকবন্দি প্রতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরব ব্যক্তিত্বদের আলোর পাশে নীরবে সরব ব্যক্তিত্বের প্রভাব সেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিরোধ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধের সোপানে না উঠেও মানুষের মণিকোঠায় উঠা যায়, নিজেকে জাহির না করেও আত্মিক সংযোগে জনমানসের শ্রদ্ধা লাভ করা যায়,তার পরিচয়ও কখনও কখনও মেলে। এরকমই একজন অতুলনীয় মনীষা অম্লান দত্ত (১৭.০৬.১৯২৪-১৮.০২.২০১০)। বিশ শতকের গুটিকতক মনীষার অন্যতম অনন্য ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁর আসল পরিচয় মননশীল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ চিন্তাভাবনায় ও মতাদর্শে এবং বিশেষ করে মানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর মতো নীরব বিপ্লবীর পরিচয় নেই বললেই চলে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের আমূল মানবতাবাদের অনুগামী হিসাবে অম্লান দত্তের সঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের নাম উঠে আসে। সেখানেও শিবনারায়ণের সরব ব্যক্তিত্বের পাশে অম্লানের নীরবে সরব অস্তিত্ব বিস্ময় জাগায়,গভীরতর শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। অথচ তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর কোনো ভাবে উচ্চকিত হয়নি, কোনো বাদ-প্রতিবাদে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি, জাগিয়ে তোলেনি ব্যক্তিত্বের রংমশাল। অথচ তাঁর হীরকদৃঢ় অবস্থান তাঁর ব্যক্তিত্বে শুধু হীরকদ্যুতি ছড়ায়নি, যুগজীবনের আলোকদিশারি হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ প্রাপ্তি গণতন্ত্রের মধ্যেই তাঁর স্বরচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতছানি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সেখানে তাঁর অনন্য মনীষার আলো আজও আমাদের পাথেয়, উত্তরণের বিশল্যকরণী। অথচ তাঁকে নিয়ে চর্চার পরিসর তাঁর শতবর্ষেও অধরা মাধুরী। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবিতকালেও তাঁর পরিচয় মেঘে ঢাকা তারা। প্রথমে সে বিষয়ে আলোকপাত জরুরি মনে হয়। কেননা অভাববোধেই অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

অম্লান দত্তের পরিচিতিতে পেশাদারি মনোভাবের ছাপ স্পষ্ট। ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। পরে চিন্তাবিদ ও লেখক জুড়ে দেওয়া হয়। এসবই তাঁর পোশাকি পরিচয়ের বহুরূপী প্রকাশ। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লার শিক্ষাশোভন বনেদি পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির কৃতী ছাত্রটি যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সাফল্য অর্জন করে। এরপর অধ্যাপনার কর্মজীবনে একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা তাঁকে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেই উৎকর্ষমুখর ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধেয় করে তোলে। আশুতোষ কলেজ(১৯৪৭) থেকে পরের বছর (১৯৪৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ অধ্যাপক অচিরেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি (১৯৭২-১৯৭৪) পদে উন্নীত হন। তারপর উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪-১৯৭৭) থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮০-১৯৮৪) উপাচার্যের পদে ছিলেন। মাঝে বছরখানেক (১৯৭৮-৭৯) তিনি বারাণসীর গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়,আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে দেশবিদেশে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, পড়িয়েওছেন। আবার ১৯৭৯-তে রাষ্ট্রসংঘের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সমান পারদর্শী অম্লান দত্তের ক্ষুরধার মনীষাঋদ্ধ অসাধারণ লেখনীর পরিচয়ও অসংখ্য বইপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজি 'Quest' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর ভারতের অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতা লাভ করে। সেদিক থেকে অম্লান দত্তের বহুমুখী প্রতিভার বহুমাত্রিক প্রকাশ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত মনে হয়। অসংখ্য বইপত্র ও পত্রপত্রিকায় তাঁর চিন্তাভাবনার অনন্যতাই তাঁর চিন্তাবিদ ও লেখক পরিচিতিকে অতিরিক্ত যোগ্যতার ন্যায় বাড়তি সংযোজন করে তুলেছে। অথচ সেখানেই তাঁর উপেক্ষিত পরিচিতি অত্যন্ত প্রকট।

অম্লান দত্তের মনীষার পরিচয় তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনায় ও স্বতন্ত্র আদর্শবোধে। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির মধ্যেই তা নানাভাবে উঠে এসেছে । সেখানে তাঁর নীরবে সরব চিন্তাভাবনার নিছক অগ্রণী চিন্তাবিদ বা চিন্তক অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। তাতে তাঁর মননদীপ্ত লেখার আলোয় তাঁকে চেনা যায়,কিন্তু জানা যায় না। বিশ শতকের অনন্য মনীষার পরিচয়ে অম্লান দত্তের অসাধারণত্ব তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁর নির্ভীক ও অবিচলিত মনের যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী প্রকৃতি আজীবন অটুট ছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে তাঁর একক চলনে নাছোড় প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর হীরকদৃঢ় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহামানবের বাস। রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্তে জড়িয়ে না পড়লেও তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনায় বৈপ্লবিক প্রকৃতি তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় করে তোলে। সেখানে শুধু মাত্র 'অগ্রণী চিন্তাবিদ' বা 'অগ্রণী চিন্তক' বলে তাঁকে সীমাবদ্ধ করলে তাঁর আসল অস্তিত্বকেই আড়াল হয়ে যায়। তাঁর প্রবন্ধাদিই তাঁর বহুধাব্যাপ্ত মনীষার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। অথচ তার প্রতি বাঙালির বিমুখকতাও সমান সত্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আরতি সেনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় অম্লান দত্তের জীবিত কালেই তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রকাশ (জানুয়ারি ১৯৯৩) করেন। 'সম্পাদনার কথা'য় তাতে গৌরকিশোর অকপটে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন সেকথা 'কারণ অম্লানের কম গ্রন্থই এখন বাজারে পাওয়া যায়। যেহেতু অম্লানের রচনাদির প্রাসঙ্গিকতা সব সময়েই বর্তমান, কারণ তাঁর ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতে আছে আবেগহীন মৌল বিচার, অম্লানের রচনাদির সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠকের পরিচয় না থাকাটা সে হেতুই এক বড় ক্ষতি, এমন একটি অনুভবই আমাকে এবং আরতি সেনকে অম্লানের প্রবন্ধ সংকলনের কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া ভাল অম্লান আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু এই প্রবন্ধ সংগ্রহ নিছক বন্ধুকৃত্য নয়, সেটা ছাপিয়ে আরও কিছু, সে সংবাদ এই সংগ্রহ থেকেই পাঠক পেয়ে যাবেন।' সেদিক থেকে গৌরকিশোরের কৈফিয়তের পরতে পরতে অম্লান দত্তের লেখার প্রতি বাঙালির বিমুখতা ধরা পড়ে। অন্যদিকে অম্লান দত্তের প্রায় সমানবয়সী সুহৃদ ছিলেন গৌরকিশোর। অথচ দুজনের মতাদর্শের দুই ভিন্ন রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে ।

১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় গৌরকিশোর যখন তার তীব্র প্রতিবাদে মাথামুণ্ডন করে শ্রাদ্ধ করায় উগ্র হয়ে উঠেছেন, তখন অম্লান দত্ত তাঁর বিপরীতে নিরুত্তাপে থেকেছেন, ভারতের প্রকৃতিতে যে জরুরি অবস্থা অচল তা বুঝিয়ে তা থেকে বিরত হতে বলেছেন, সেই সময়টি কাজে লাগানোর কথা বলে বন্ধুদের বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে রসিকতাও করেছেন। এতে বন্ধুদের বিরাগভাজন হলেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিরত অবিচল ছিলেন অম্লান। তাঁর অপ্রিয় সত্য কথনে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ নিরাবেগ ও নির্মেদ প্রবন্ধের প্রতি অনীহাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ তিনি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও তাঁর লেখনীকে সক্রিয় রেখেছিলেন অবিরত। একের পর এক প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে তাঁর। 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি অভিজাত পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন । সেগুলি আবার বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'গণযুগ ও গণতন্ত্র' (১৯৬৭), 'প্রগতির পথ' (১৯৬৮), 'সমাজ ও ইতিহাস' (১৯৭০), 'পল্লী ও নগর' (১৯৭৩), 'তিন দিগন্ত' (১৯৭৮), 'ব্যক্তি যুক্তি সমাজ' (১৯৭৮), 'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ' (১৯৮৪), 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৬), 'সমাজ সংস্কৃতি স্মৃতি' (১৯৮৭), 'উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ' (১৯৮৭), 'দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ' (১৯৮৯), 'শান্তির সপক্ষে' (১৯৯২), 'বিকল্প সমাজের সন্ধানে' (১৯৯৪), 'অন্য এক বিপ্লব' (১৯৯৯), 'মুক্তি তোরে পেতেই হবে' (২০০২), 'যে কথা বলিতে চাই' '২০০৯' প্রভৃতি তারই নিদর্শন। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিছক 'লেখক' হিসেবে পরিচিতি প্রদানের মধ্যেই আমাদের দুর্বলতা লুকিয়ে আছে। একালে সাহিত্যিককে লেখক বলা হলেও সাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখায় অভিহিত করতে না পেরে সামগ্রিক ভাবে লেখক বলে দায় সারাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। সেখানে অম্লান দত্তের যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভারমুক্ত আবেগবর্জিত মননশীল চিন্তা উদ্রেকারী ভাব ও ভাষায় সম্পৃক্ত অসাধারণ প্রবন্ধগুলিও তাঁকে প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত দেয়নি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি উপেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তাঁর লেখকসত্তাই আজ অস্বীকৃতির নামান্তর মনে হয়।

অন্যদিকে অম্লান দত্তের অসাধারণ মনীষা যেভাবে তাঁর প্রবন্ধে আলো ছড়িয়েছে,সেভাবে বাঙালির মনে সাড়া মেলেনি। শুধু অর্থনীতিই নয়, তার সঙ্গে সমাজ-ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সম্পর্ককে সময়ের প্রেক্ষিতে নিবিড় ভাবে লেখা যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নঋদ্ধ প্রবন্ধগুলি নিছক একাডেমিক চৌহদ্দিতে আবদ্ধ থাকে না, সাধারণ্যেও আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ও তার সমস্যাও প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে জীবনে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গভীর অন্বেষা পাঠকের ভাবের ঘরে কড়া নাড়ে। অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর মানবতাবাদী মনের পরিচয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণে অম্লান দত্তের মননের আলোই নতুন পথের সন্ধান দেয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। এভাবেই তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা জেগে ওঠে। উনিশ শতকে সীমাবদ্ধ নবজাগরণে নিয়ে অম্লান দত্তের কোনোরকম বিরোধিতা নেই। কেননা ইতালির নবজাগরণও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণকে স্বীকার করে নিয়ে তার মূল্যবোধের পূর্ণতা রক্ষা করার স্বার্থেই অম্লান দত্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। সেখানে নগর ও পল্লির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন জরুরি মনে হয়েছিল তাঁর। ১৯৭০-এই সমাজের প্রধান ব্যাধি হিসেবে তিনি আলস্য, দুর্নীতি আর কুসংস্কারকে চিহ্নিত করেন। সমাজে কুসংস্কারের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য,জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করে মানবতার সংকটকে নিবিড় করে তোলেন। সেক্ষেত্রে সাম্যবাদী আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লব নয়,চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তাঁর 'সমাজ ও ইতিহাস' (১৯৭০) বইয়ের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবপ্রসঙ্গে' প্রবন্ধ তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ 'শ্রম, বিজ্ঞান ও মানবতাবোধ,দেশ গড়বার এই মূল উপাদান। সামাজিক মুক্তির কোনো ত্বরিত ও সহজ পথ নেই।' সেক্ষেত্রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে বাংলার অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব জরুরি মনে করেছেন অম্লান দত্ত।

সত্তরের সেই অস্থিরতা সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে গেলেও সেই ব্যাধিগুলি বহাল তবিয়তে অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয়। তার অস্তিত্ব আজও আমরা বয়ে চলেছি । অথচ অম্লান দত্তের চেতাবনি আমাদের সচেতন করেনি। অন্যদিকে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠতা তাঁকে সংকীর্ণ করেনি,বরং সব ধরনের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে । সেখানে তাঁর গণতান্ত্রিক উদারতা বিস্ময়কর। মনন ও হৃদয়ের সহাবস্থানে সমস্যাপীড়িত মানুষের পরস্পর বিরোধী মতকেও তিনি সমান গুরুত্বই দেননি,সত্য বলে স্বীকার করছেন। অবশ্য দ্বন্দ্বকে মেনে নিলেও তার বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেননি। সেখানে বিরোধী মানেই শত্রু নয়। সেক্ষেত্রে সংকট থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নেই, বিভিন্নমুখী পথেই তার সুরাহা নিজেদেরই আবিষ্কার করে মানুষ এগিয়ে চলে। আসলে অম্লানের যৌক্তিক পরম্পরার মধ্যেই যেমন অসাধারণ বিশ্লেষণ বর্তমান,তেমনি সার্বিক গণতান্ত্রিক চেতনার সংশ্লেষণও সক্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র ধর্মান্ধতা থেকে সক্রিয় রাজনীতির প্রকট একদেশদর্শী চেতনায় তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ অথচ মুক্তমনা মনীষীর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। অথচ তারপরেও তাঁর সফলতা ঠুনকো হয়ে পড়েনি। তাঁর উপরে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বার্ট্রান্ড রাসেল, বিনয়কুমার সরকার, আম্বেদকর প্রমুখের প্রভাব বর্তমান। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর লেখনীতে ঝরে পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির পাশে আরও একটি ছবি রেখেছিলেন। সেটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহের । তাঁর মতে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো সরল ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। অথচ ধর্ম ও সামাজিকতা ত্যাগ না করে শহীদুল্লাহ ধর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে পীরের মতো শ্রদ্ধা করতেন। অম্লান দত্তের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। তিনিও মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন । তাঁর ফ্ল্যাট যে মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে দিয়ে যেত তার নাম জোরা, ধর্মে মুসলিম। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাপনও ছিল সরল, সাদাসিধে। সাধারণের সঙ্গে সহজে মিশতেন। নীরবে নিভৃতচারী হয়েও অম্লান দত্ত তাঁর আমূল মানবতাবাদের ব্রতে সক্রিয় ছিলেন আজীবন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিনকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। তার জন্য তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার হতে হয়নি। এতটাই তাঁর প্রতি মান্যতাবোধ বাঙালির, ভাবা যায়! সেক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শের প্রতি বিমুখ হলেও বাঙালি তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে দ্বিধা করেনি, বরং বিশ শতকের দুই বাংলার মনীষীর গৌরবে আপন করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। অথচ শতবর্ষেও তাঁর প্রতি বিস্ময়কর বিমুখতা লক্ষ করা যায়!

সত্তরের সেই অস্থিরতা সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে গেলেও সেই ব্যাধিগুলি বহাল তবিয়তে অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয়। তার অস্তিত্ব আজও আমরা বয়ে চলেছি । অথচ অম্লান দত্তের চেতাবনি আমাদের সচেতন করেনি। অন্যদিকে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠতা তাঁকে সংকীর্ণ করেনি,বরং সব ধরনের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে । সেখানে তাঁর গণতান্ত্রিক উদারতা বিস্ময়কর। মনন ও হৃদয়ের সহাবস্থানে সমস্যাপীড়িত মানুষের পরস্পর বিরোধী মতকেও তিনি সমান গুরুত্বই দেননি,সত্য বলে স্বীকার করছেন। অবশ্য দ্বন্দ্বকে মেনে নিলেও তার বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেননি। সেখানে বিরোধী মানেই শত্রু নয়। সেক্ষেত্রে সংকট থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নেই, বিভিন্নমুখী পথেই তার সুরাহা নিজেদেরই আবিষ্কার করে মানুষ এগিয়ে চলে। আসলে অম্লানের যৌক্তিক পরম্পরার মধ্যেই যেমন অসাধারণ বিশ্লেষণ বর্তমান,তেমনি সার্বিক গণতান্ত্রিক চেতনার সংশ্লেষণও সক্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র ধর্মান্ধতা থেকে সক্রিয় রাজনীতির প্রকট একদেশদর্শী চেতনায় তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ অথচ মুক্তমনা মনীষীর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। অথচ তারপরেও তাঁর সফলতা ঠুনকো হয়ে পড়েনি। তাঁর উপরে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বার্ট্রান্ড রাসেল, বিনয়কুমার সরকার, আম্বেদকর প্রমুখের প্রভাব বর্তমান।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শ্রীরামপুরে রহস্যজনকভাবে দম্পতির মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম বিশ্বজিৎ দে (৫৭), সন্ধ্যা দে (৪৮)। তাঁরা শ্রীরামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নেহেরুনগর কলোনির বাসিন্দা। বাবা-মায়ের দেহ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন বড় ছেলে। সন্ধ্যা দে'র দেহ মাটিতে পড়েছিল। বিশ্বজিৎ দে'র দেহ সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছিল। স্ত্রীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন প্রৌঢ়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যার মধ্যে বিয়ের পর থেকেই কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে সমস্যা হত। ছেলেদের সঙ্গেও অশান্তি হত। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যাদেবী বাপের বাড়িতে চলে যেতেন। দম্পতির বড় ছেলের বউ শিবানী দে বলেন, 'আমরা আলাদা থাকি। তবে রোজ এসে রান্না করে দিয়ে যাই। দেওরের সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ি থাকতেন। শাশুড়ি অসুস্থ ছিলেন না। ডাক্তার দেখাবেন বলে তাঁকে নিয়ে আসেন শ্বশুর।' তিনি জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টায় ফোন করেছিলেন, কিন্তু কেউ ফোন তোলেননি। তখনই বড় ছেলে বাবা-মাকে দেখতে ঘরে যান।

দম্পতির ছোট ছেলে সকালেই কাজে বেরিয়ে যান। তিনিও খবর পেয়ে কর্মস্থল থেকে ফেরেন। তিনি জানান, যখন কাজে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বাবা-মাকে ঘরে ঘুমোতে দেখেছিলেন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা চলছে।

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে গুরুতর জখম ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর পুরসভার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের হাড়িপাড়া, এই এলাকার ২০ থেকে ২৫টি বাড়ি একেবারেই ভগ্ন প্রায়, বাড়িতে বড় বড় ফাটল বিছানায় শুয়ে আকাশ দেখা যায়। বর্ষায় বৃষ্টি পড়ে ঘরের ভেতর জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কারো তিন মাসের শিশু, কারো তিন বছরের শিশু নিয়ে বসবাস করছে বাসিন্দারা। এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ির এতটাই ভগ্ন দশা তারা বাড়িতে রাত্রিযাপন করতেও ভয় পান। বুধবার সন্ধ্যায় রেণুকা সাঁতরা নামের এক মহিলা বাড়িতে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে চা করছিলেন আচমকাই তাদের বাড়ির মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে। রেণুকা সাঁতরার ছেলেমেয়ে বেঁচে গেলেও গুরুতরভাবে জখম হন ওই মহিলা, ছেলেমেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা ছুটে যায় সেখানে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকার মানুষের দাবি পুরসভায় বার বার জানিয়ে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি, এই পরিস্থিতিতে চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয় হাড়ি পাড়ার মানুষদের।

স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলরের দাবি আগের যিনি কাউন্সিলর ছিলেন তিনি তার ঘনিষ্ঠ লোকেদের বাড়ি পাইয়ে দিয়েছেন, যারা বাড়ি পাবার যোগ্য তাদের দেয়নি, এমনকী বর্তমানে সরকারি বাড়ির বিষয়ে তাদের অন্ধকারে রেখেই যাবতীয় কাজ করছে চেয়ারম্যান।

বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী বলেন, দেওয়াল চাপা পড়ে আহতের ঘটনা শোনার পরেই তড়িঘড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিনি আরো বলেন ওই এলাকায় বিজেপি কাউন্সিলর কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বাড়ির টাকা আটকে রেখেছে তাই এলাকায় বাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি, এমনকী কাউন্সিলর যে অভিযোগ করছেন তা সবটাই মিথ্যা।

সমস্ত ঘটনা নিয়ে শাসকদলকে তুলনা করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবাঁজিৎ বিশ্বাস এটা শুধু হাড়িপাড়া নয়, গোটা পুরসভার একই চিত্র এখনও পর্যন্ত কেউ এসে এই মানুষগুলির খবর নেয়নি।

বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী ব্লকের সমিতিমানা বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের সমিতিমানায় দামোদর নদের বন্যার জল প্রবেশ করেছিল সমিতিমানায়। বিঘার পর বিঘা সবজির জমি তলিয়ে গেছে জলের তলায়, মাথায় হাত কৃষকদের, প্রতিবছর বন্যায় নিয়ম করে এই এলাকার কৃষকদের সবজির জমি জলের তলায় চলে যায় ফলে নষ্ট হয় বিঘার পর বিঘা সবজির জমি। তবে এবার সামনেই দুর্গাপুজো, আর মাত্র কয়েকটা দিন এই মুহূর্তে সবজির জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে এলাকার কৃষকদের। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় নিজের নৌকো চালিয়ে পরিদর্শন করেছে এলাকার বিজেপি বিধায়ক, পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। এরপর বুধবার সন্ধ্যায় বন্যা কবলিত সমিতি মানা সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক সৈয়দ এন এবং বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি। কথা বললেন এলাকার মানুষের সঙ্গে, এলাকার কৃষকদের যা ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসও দিলেন। এলাকার মানুষ পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসককে কাছে পেয়ে তারা দাবি জানান এলাকার এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করুক প্রশাসন, তাতেও সম্মতি প্রকাশ করে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার।

আরামবাগের ভালিয়ার সরকারি বাড়ির দুর্গা পুজোয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: ভারতবর্ষ মানেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। অতিপ্রাচীন কাল থেকেই তার নজির দেখা গেছে বারে বারে। আসলে ভারতের ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য প্রাচীন ও প্রবাহমান। বিশেষত বাংলার আনাচে কানাচে এমন অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই রকম অনেক উদাহরণই আবার জড়িয়ে আছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। তেমনই এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি হয়েছে আরামবাগের ভালিয়া এলাকার সরকার বাড়ির বনেদি আনায় পূর্ণ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে।

কেন এই পুজো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ? তার কারণ শেষ সাড়ে তিনশো বছর ধরে এই পুজো শুরু হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নমাজের সুরের সঙ্গে। মুসলিমরা নমাজ পড়া শেষ করলে হয় আরতি, শুরু হয় পুজো। মা দুর্গার আবাহনে এই রীতিই চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ৩৫০ বছর আগে এই পুজো শুরু করেছিলেন জমিদার বাবুরাম সরকার। তাঁর জমিদারিতে ছিলেন অনেক মুসলিম মানুষ। বাবুরাম নিজে খোলা মনের মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদেরও নিজের সংস্কৃতির মধ্যে জায়গা করে দিয়েছিলেন। দুই সম্প্রদায় মিলে মিশে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যখন জাতপাতের বিচার সবচেয়ে বেশি ছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কী করে এতটা প্রগতিশীল চিন্তা করতেন তাঁরা। ২১ শতকে দাঁড়িয়েও হয়ত কেউ কেউ এই ভাবনা ভাবতে পারেন না, যা তখন ভেবেছিলেন বাবুরাম।

সেই থেকে সপ্তমীতে নমাজ পাঠের মাধ্যমেই পুজোর শুরু করে আসছেন সরকার পরিবার। অষ্টমী, নবমীতেও নমাজ পড়ার পর শুরু হয় পুজো। এই পুজো মণ্ডপে শেখ মতলেব নামে স্থানীয় এক মুসলিম শেষ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে পুজোর আগে নমাজ পড়ে আসছেন। সরকার পরিবার আজও এই রীতি বজায় রেখেছেন। আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বার্তা দিতেই এই প্রথার আরম্ভ, এমন মনে করেন অনেকেই।

স্থানীয় বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন প্রবীণ মানুষ জানালেন, বর্তমানে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিতে যেখানে হারিয়ে যেতে বসেছে মানবতা, সেখানে সরকার বাড়ির পুজো সত্যিই নজির তৈরি করেছে। অপরদিকে সাযুর্জ্য সরকার জানান, এই পুজোয় আজও বলি প্রথার প্রচলন রয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিনদিনই পাঁঠাবলি হয়। তার মধ্যে অষ্টমীর দিন বলি হয় কালো পাঁঠা। এছাড়াও পুজোর রীতি মেনে দশমীর দিন চ্যাং মাছ বলি হয়। সন্ধিপুজোর ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন পরিবারের মহিলারা। সবমিলিয়ে আরামবাগেরই ভালিয়া গ্রামে প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন সরকার বাড়ির দুর্গাপুজোতে আজও অটুট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন।

খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ি ইডি হানার প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: লোকসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি সরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি অভিযানের পর ভয় আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। তাই রাজভবন অভিযানের দিনেই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ইডি হানা। রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলকে প্রতিহত করতে না পেরে বিজেপির নখ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার জেরেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীদের হেনস্তা করতে নেমেছে বিজেপি। এদিন মধ্যমগ্রাম পুরসভা ছাড়াও কামারহাটি, বরাহনগর, টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুরপ্রধান ও প্রাক্তন পুরপ্রধানদের বাড়িতে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে রথীন ঘোষের বাড়িতে ইডি তল্লাশি অভিযান শুরু করে। খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ, কর্মী, সমর্থকরা মন্ত্রীর বাড়ির সামনে জমা হতে শুরু করে। এরপরই এই তল্লাশির প্রতিবাদে কয়েকশো মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বাড়ির গেটের সামনে। তাদের দাবি, মধ্যমগ্রামের রূপকার রথীন ঘোষ। আদ্যপ্রান্ত একজন স্বচ্ছ মানুষ। তার রাজনৈতিক জীবনে কোনও দাগ নেই। অথচ তাকেই কালিমালিপ্ত করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ইডির তল্লাশি। তাদের দাবি রাজ্য বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত করছে। মানুষের যখন প্রয়োজন তখনই পাশে পেয়েছেন রথীন বাবুকে। তার মতো স্বচ্ছ মানুষ নেই। তার বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত এলাকাবাসী কেউ মেনে নেবেন না। রথীন ঘোষ এর পিছনে ইডি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কারণ হিসাবে অনেকেই দাবি করছেন, সাম্প্রতিক রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে সুর চড়া করেছিলেন খাদ্যমন্ত্রী, তারই প্রতিশোধ বলে মনে করছেন।

এদিন সকাল ৬ টা নাগাদ ইডির ৬ জন আধিকারিক মন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে গেট আটকে তল্লাশি শুরু করে। সূত্রের খবর, ২০১৪-২০১৭ সালের মধ্যে পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে, এই অজুহাতে তৎকালীন মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধান তথা বর্তমানে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এদিন তল্লাশি চালাল ইডি। গৌরাঙ্গ শীল নামে মধ্যমগ্রাম পুরসভার অস্থায়ী কর্মীকে আটক করে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় ইডি। ১২ ঘন্টার বেশি সময় ধরে খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

Maharaja Manindra Chandra B.Ed. College
Vill. + P.O. + P.S. Sagarpara, Dist. Murshidabad, Pin-742306, W.B.
Website: www.mmcbedcollege.co.in
Wanted urgent application for Asst. Professor of B.Ed. Course for the following post (Qualification and experience as prescribed by NCTE) (1) Foundation Course-2 (ii) Performing Art (Music) (iii) History (iv) Life Science (v) Education. Salary & Pay Scale as per NCTE and State Govt. Norms. Please submit your resume with all testimonials within 7 days to the above address of Maharaja Manindra Chandra B.Ed. College through e-mail: maharajamanindrabed15@gmail.com, Mobile No. 8001362158 / 9732577224.

Antony B.Ed. College
Vill. + P.O. + P.S. Sagarpara, Dist. Murshidabad, Pin-742306, W.B.
E-mail Id - antonybedcollege @gmail.com, Mob.: 9733861870 / 9732729203
Wanted urgent application for the post of Principal & Asst. Professors of Foundation-4, Methodology Course (English, Life Science, Philosophy, Mathematics, Commerce, Political Science). Qualification & Salary as per NCTE & State Govt. Norms. Please submit with all testimonials within 7 days to the following said address or E-mail at antonybedcollege @gmail.com.

Bangashree Teachers Training Institute
Vill. Tarapur, P.O. Gopalpur Ghat, P.S. Hogalbaria, Dist. Nadia, Pin-741122, W.B.
E-mail Id - bangashreetti@gmail.com, Mob.: 9733861870 / 9732729203
Wanted urgent application for the post of Principal & Asst. Professors of Foundation-4, Methodology Course (Bengali, English, Sanskrit, History, Geography, Life Science, Physical Science, Computer Science, Mathematics, Commerce, Political Science, Performing Art (Music), Fine art & Librarian). Qualification & Salary as per NCTE & State Govt. Norms. Please submit with all testimonials within 7 days to the following said address or e-mail at bangashreetti @gmail.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সিউড়ি শাখার জন্য অফিস প্রেমিসেস/ শাখার জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **সিউড়ি, ডি. সি. দাস রোড, হেড পোস্ট অফিসের নিকট, সিউড়ি, বীরভূম, প.ব., পিন - ৭৩১ ১০১** ঠিকানায় **১৬০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া** মাপের একতলায় প্রধান সড়কে বাণিজ্যিক সুবিধাযুক্ত এলাকায় সহজে দ্রষ্টব্য এবং পার্কিং স্পেসযুক্ত ১৫ বছরের মেয়াদে শাখা স্থাপনের জন্য লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/নির্মীয়মান) আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে ডিডি'র আকারে **২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য)** আদায় দিয়ে নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **০৬.১০.২০২৩ থেকে ২০.১০.২০২৩ তারিখ** পর্যন্ত টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **২০.১০.২০২৩।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
দ্য ডিজিএম, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : আসানসোল
প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট, উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, প.ব.
বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে : www.indianbank.in

SBI এসবিআই খাদিনামোড় শাখা (০১৭৪৫)
এম জি রোড, পোঃঅঃ- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১
গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরানো দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে **১৩.১০.২০২৩** তারিখে **(শুক্রবার)।** ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে নিলাম স্থান পরিদর্শনের জন্য **০৯.১০.২০২৩** তারিখে **(সোমবার) দুপুর ২:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টার** ভিতর। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বিকেল **৪.০০টা থেকে ৫.০০টার মধ্যে, এসবিআই খাদিনামোড় শাখা, এম জি রোড, পোঃঅঃ- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১** -তে।
গাড়িগুলির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	মজুত মূল্য
১.	**ট্র্যাক্টর ডিআই-৬০ আরএক্স এমএম সুপার (সোনালিকা) ১৪.৯*২৮,** রেজিঃ নং- **WB15D0038,** ইঞ্জিন নং- **3105EL63C547985F8,** স্যাসি নং- **GZISF552301 S3,** স্বত্বাধিকারীর নাম- **সাজেমান সরকার।**	২০১৬	১,১০,৮০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা এসবিআই, ''এসবিআই, খাদিনামোড়, চুঁচুড়া''**-র অনুকূলে **১২.১০.২০২৩ তারিখে** বিকেল ৩.৩০টার আগে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) মজুত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **''এসবিআই, খাদিনামোড়, চুঁচুড়া''** বা অন্য এসবিআই শাখা/অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
তারিখ : ০৬.১০.২০২৩ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান : চুঁচুড়া, হুগলী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স দিল্লি গ্রিন এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U68100WB2015PTC208391), ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস থাপার হাউস, ১৬৩, এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা, পব ৭০০০২৬ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, দিল্লি অধিক্ষেত্র অধীন ''জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
দিল্লি গ্রিন এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
বরুণ আদিত্য থাপার
তারিখ : ০৬.১০.২০২৩ (ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিন : ০২৩২২৬৬০

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহর লাল নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/140/2020
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী কালাচাঁদ দাস
প্রতি
(সিডি ১) শ্রী কালাচাঁদ দাস, নবনগর, পশ্চিমপাড়া, থানা-নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, নেতাজি সরণি রোড, বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১, উত্তর ২৪ পরগনা।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/915/2016** অনুযায়ী পরিমাণ **৩০,৬৬,৩০৮.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশো আট টাকা)** টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৪০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ১৬.০৮.২০১৬ থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৩,০০০ (তেত্রিশ হাজার টাকা)** টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৩.১১.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ:
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩
স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং - ৩

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহর লাল নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/652/2019
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স প্রতীক প্লাস্টোমেটালস প্রা. লি. এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স প্রতীক প্লাস্টোমেটালস প্রা. লি., প্লট নং ৬৪ এবং ৬৫, উদয়ণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ৩, পাগলাডাঙ্গা রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫।
(সিডি ২) লোকনাথ কাকারানিয়া, ৬০৪এ,দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৩) সুনীল কুমার কাকারানিয়া, ৬০৪এ, দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৪) সাকেত কাকারানিয়া, ৬০৪এ, দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৫) প্রতীক কাকারানিয়া, ৬০৪এ, দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৬) সুশীল কুমার কাকারানিয়া, ৬০৪এ, দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৭) শ্রীমতি প্রেমলতা কাকারানিয়া,৬০৪এ, দক্ষিণ দারি রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৮) মেসার্স কাকারানিয়া প্লাস্টোমেটালস প্রা.লি. , ১২, রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা ৭০০০১৫, উত্তর ২৪ পরগনা।
(সিডি ৯) মেসার্স কুমেক্স মোল্ডস প্রা. লি., ৪০, ট্যাঙ্গরা রোড, কলকাতা ৭০০০১৫।
(সিডি ১০) মেসার্স এমকো প্লাস্টিকস ওয়ার্কস প্রা. লি., ১২, রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা-৭০০০১৫।
(সিডি ১১) মেসার্স রচনা কোলাপসিবল টিউবস প্রা. লি., ১২ রাধানাথ চৌধুরী রোড,কলকাতা -৭০০০১৫।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/451/2014** অনুযায়ী পরিমাণ **২৪,৯৫,৪৭,৫৯১ টাকা (চব্বিশ কোটি পঁচানব্বই লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো একানব্বই টাকা)** টাকা পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ১৭.০১.২০২৪ থেকে সমুদয় শুল্ক ৩৩,০০০ টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৩.১১.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ:
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩
স্বা/- রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং - ৩

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)
জোনাল রিকভারি সেন্টার, দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬, ইমেল : zs8344@pnb.co.in
''আদায় প্রতিনিধি সংস্থা/প্রস্তাবক প্রতিনিধি/সহকারী সংস্থা/তদন্তমূলক সংস্থার তালিকা অন্তর্ভুকক্তকরণের নিমিত্তি দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে''
১. কোম্পানি,কর্পোরেশন, ফার্ম, এনবিএফসি ইত্যাদির যথেষ্ট উপায়/সম্পদ/বাস্তবিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং আইআইবিএফ শংসাপত্রধারী এবং সুনামের সঙ্গে কাজ করে থাকা সংস্থাগুলির কাছ থেকে উশুল সংস্থা হিসেবে। যে সকল সংস্থা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি(সমূহের)/জামিন হিসেবে ১.০০ লাখ টাকা দাখিল করতে সক্ষম তারাই উশুলকারী সংস্থা হিসেবে তালিকা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে।
২. প্রস্তাবক প্রতিনিধি ''অন্যান্য সংস্থা'' থেকে যারা এনপিএ অধীনে উশুলের ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রস্তাবক প্রতিনিধি এবং শাখাগুলির সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারবে।
৩. সহায়ক প্রতিনিধি পেশাদারদের কাছ থেকে যারা অনুমোদিত অফিসারকে সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখলে সমর্থন করতে সক্ষম এবং উক্ত আইন অধীনে জেলা শাসকের অনুমতি সংগ্রহ, জমিনদত্ত সম্পত্তি বিক্রি ইত্যাদিতে ব্যাঙ্ককে সহায়তা করায় সক্ষম ।
৪. গোয়েন্দা সংস্থা- অংশীদারি সংস্থা, কোম্পানি, কর্পোরেশন ইত্যাদির কাছ থেকে যথেষ্ট সক্ষমতা/সম্পদ/বাস্তবিক অভিজ্ঞতা (ন্যূনতম ১ বছর) থাকা চাই। গোয়েন্দা সংস্থা যারা ''অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ডিটেকটিভস অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটরস অব ইন্ডিয়া (এডিপি) সদস্য তারাই অগ্রাধিকার পাবে।
আগ্রহী পক্ষগণ দরখাস্তের নির্ধারিত ফর্ম নিয়ম এবং শর্তাদি সম্বলিত সংগ্রহ করবেন জোনাল অফিস থেকে যেকোনও কাজের দিন অথবা দেখুন ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : www.pnbindia.in, এবং আবেদন করতে হবে নির্ধারিত যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে জোনাল হেড, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, রেডক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬ নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। তালিকাভুক্তিকরণ সম্পূর্ণত ব্যাঙ্কের ক্ষমতাধীন।
স্থান : দুর্গাপুর **স্বা/-**
তারিখ : ০৬.১০.২০২৩ **জোনাল হেড**

বেঁক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জে. এন রোড ব্রাঞ্চ
৩৫/১, ২য় তল, কৈলাশ বিল্ডিং, পার্ক স্ট্রিট - ৭০০০৭১
ইমেল : JNROAD.Kolkata@bankofindia.co.in
রেফা নং : JNROAD/AR/SARFAESI/7511-73:02 **তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩**
স্পিড পোস্ট মাধ্যমে
প্রতি,
শ্রী শতদ্রু সেনগুপ্ত এবং শ্রী অসীম সেনগুপ্ত
অ্যাকাউন্ট নাম্বার - ৪০২৬৭৫১১০০০০০৭৩
ফ্ল্যাট নং - ৪বি, ৫ম তল, বি.বি. ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা, বজ বজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭
মহাশয়/মহাশয়া
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক **জে.এন. রোড ব্রাঞ্চ** কর্তৃক ঋণসুবিধাদি/ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৬.৪৮ লাখ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

	প্রাপ্ত সুবিধাদি	গৃহীত ঋণ পরিমাণ	বকেয়া পরিমাণ
১	গৃহ ঋণ	৬,৪৮,০০০	৫,৯৪,০৮৪.০২ টাকা এবং ৭৭২১০ টাকা ইউসিআই এনপিএ তারিখ ৩১.০৩.২০২৩ থেকে

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদ দায়বদ্ধ বিশেষভাবে) :-
সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত/সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্প্রসারিত বসবাসের ভবন/জমি সম্পত্তি/উল্লেখ্য দলিল নং আই-১১৯৬৭/২০১১ ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তল, হোল্ডিং নং বি-১-৬৫/নতুন, বি বি ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৩৭ (মৌজা - পুটখালি, জেএল নং ৫০, তৌজি নং ১৫২১, আরএস নং ৫৬, খতিয়ান নং ৯৪, থানা - মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অধীন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : পাঁচু সামন্তর জমি, **দক্ষিণে :** বজ বজ ট্রাঙ্ক, **পূর্বে :** সাধারণের চলার পথ, **পশ্চিমে :** সুনীল কুমার ঘোষের বাড়ি সমন্বিত।
৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ৩১.০৩.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।
৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৫৯৪০৮৪.০২ টাকা এবং ইউসিআই ৭৭২১০ টাকা ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে এনপিএ সাপেক্ষে বর্তমান সুদ বার্ষিক ১১.৫০ শতাংশ বার্ষিক হারে গৃহ ঋণের জন্য মাস অন্তর হিসেবে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,** অন্যথায় ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, শুল্ক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে আদায়ে বাধ্য হব।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/ আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
আপনাদের বিশ্বস্ত
স্থান : কলকাতা **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট ব্রাঞ্চ, ব্রাঞ্চ কোড : ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২-এর নিকট নিউ টাউন
কলকাতা ৭০০১৬১, ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
হোম লোন এ/সি নং ৩৮২১৬১৩৩৮৮৭, সুরক্ষা এ/সি নং : ৩৮২১৭৬৮৪৩৪৭
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রাজারহাট ব্রাঞ্চ,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০৭.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সায়নী দাস চক্রবর্তী, স্বামী অরিন্দম দাস এবং শ্রী অরিন্দম দাস, পিতা অশোক কুমার দাস যমুনা, ফ্ল্যাট নং ৫, মেঘনাদ সাহা আবাসন, ১/এএফ, বিধান সরণি, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৪ আরও মেন রোড শ্যামবাজার, নতুনহাট, কান্দি, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৩৭ আরও ফ্ল্যাট নং ৩০৫, দীপক অ্যাপার্টমেন্ট বহরমপুর পুরসভার নিকট, ১১৭, আর এন টেগোর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১ এবং আরও মেঘনা গ্রিন রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ৫, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক - বি, মৌজা - কৈখালি, ওয়ার্ড নং ৬, পো. এবং থানা - এয়ারপোর্ট, দাস পাড়া মেন রোড, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫২ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ৩০৫, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, বহরমপুর পুরসভার নিকট, ১০২, আর এন টেগোর রোড, লালদিঘি বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩২,০৫,০৫৬.২৩ টাকা (বত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার ছাপান্ন টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা ২৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ। চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।**
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণবাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রাজারহাট ব্রাঞ্চ** এর নিকট বকেয়া **৩২,০৫,০৫৬.২৩ টাকা (বত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার ছাপান্ন টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা ২৪.০৭.২০২৩** অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :-
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩৩ (তেত্রিশ)ডেসিমেল সমপরিমাণ ১(এক) বিঘা বা ২০ (কুড়ি) কাঠা কমবেশি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং '৫', ব্লক -'বি', ষষ্ঠতলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, পরিমাণ এরিয়া ১৩৪৯ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) লিভিং তথা ডাইনিং, ১ (এক) খোলা কিচেন, ১ (এক) বাথ এবং প্রিভি, ১ (এক) ডব্লু সি এবং ২ (দুই) বারান্দা সমন্বিত। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা- কৈখালি, জেএল নং ০৫, আরএস নং ১১৫, তৌজি নং ১০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, এবং ২৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ১৭৯৮, ১৮০২, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ২৩৫৯, ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬৭, ২৪৫২, ২৪৫৩, এবং ২৪৫৯, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০, বর্তমানে বিধাননগর পৌর নিগমের ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, হোল্ডিং নং ১১২/৯৩০, সার্কেল দাস পাড়া কৈখালি,থানা-এয়ারপোর্ট, কলকাতা-৭০০০৫২ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং/বা সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ''মেঘনা গ্রিন রেসিডেন্সি'' ভবন অবস্থিত কৈখালি দাস পাড়া, পো এবং থানা -এয়ারপোর্ট, কলকাতা- ৭০০০৫২।
স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ৪, ভলুম নং ১৯০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯৪৬২ থেকে ১৩৯৪৮৮ নং ১৯০৩০৫৮৫৪-২০১৬ সালের।
সম্পত্তি শ্রীমতি সায়নী দাস (চক্রবর্তী) স্বামী অরিন্দম দাস এবং শ্রী অরিন্দম দাস পিতা অশোক কুমার দাস এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক এবং জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৯ এবং ভিক্টোরিয়া অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯৯, ৩০০ এবং ২৮৯/৬৪৭ এবং ভবন, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৯, ২৮৯/৬৪৬ এবং ২৮৯/৬৪৭ এবং ভবন সমন্বিত।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ০৩.১০.২০২৩, স্থান - কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

মহানন্দা নদীর তীরবর্তী জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ বিলি করলেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ল মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা। একইভাবে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে বাসিন্দাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার বাঁধ রোড এলাকার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ বিলি করলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছবি দাসের উপস্থিতিতে মহানন্দা নদীর সংলগ্ন বানভাসি মানুষদের ত্রাণ বিলি করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, বুধবার গভীর রাত থেকে ব্যাপকহারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মালদায়। যার ফলে অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সেইসব এলাকার পরিস্থিতির তদারকি করা হয়েছে। মহানন্দা নদীর তীরবর্তী যেসব এলাকা প্লাবিত হয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য থাকার ফ্লাড সেন্টারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ত্রাণ বিলের করা হয়েছে। ইংরেজবাজার পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জলমগ্ন শহরের বেশ কিছু হাইস্কুল এবং মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

পুরসভা ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তর জারি করেছে মালদা জেলায় লাল সংকেত। আর আবহাওয়া দপ্তরে কথা অনুযায়ী বুধবার সারারাত ধরে টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে মালদার একাধিক এলাকা। বিশেষ করে ইংরেজবাজার পুরসভার ৩,৪ নম্বর ওয়ার্ড ২৫ নম্বর, ২৯ নম্বর, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ ১১, ১২ , ১০ নম্বর ওয়ার্ড প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই জলমগ্ন। জলে ডুবেছে মালদা জেলা হাই স্কুল এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হাই স্কুল। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জল নিকাশির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

অন্যদিকে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী। তিনি বলেন, বৃষ্টিতে বেশ কিছু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়েছে। সেইসব এলাকায় জল নিকাশির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এদিকে পুজোর মরশুমে একটানা বৃষ্টির জেরে ইংরেজবাজার শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুর মার্কেট সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সকাল থেকেই অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে জলের মধ্যেই বেচাকেনা করেছেন। যদিও এদিন খদ্দেরের সংখ্যা ছিল অনেক কম। নেতাজি পুর মার্কেটে এলাকাতেও বৃষ্টির জল অনেক দোকানে ঢুকে পড়ে। তাতেও বেশ কিছু সামগ্রী নষ্ট হয় বলে অভিযোগ। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, এরকমভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলতে থাকলে পুজোর মরশুমে ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়েছে। তবে আমরা পুরসভা প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন বাজারে জল নিকাশির যাতে দ্রুত করা হয় সে ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছি।

ত্রাণ না পেয়ে সাংসদ ও বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ খানাকুলের বানভাসিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিক্ষোভ আবার পালটা বিক্ষোভে শোরগোল হুগলি জেলার খানাকুল। বানভাসিদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে বৃহস্পতিবার সকালে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার তড়িঘড়ি খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দেন। ত্রাণ শিবির করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি শুকনো খাবার এলাকায় দাঁড়িয়ে বানভাসিদের তিনি নিজে হাতে দেন। তাতে খুশি বানভাসিরা। তবে এর ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যায় বিকালে। বিকালে এলাকায় গিয়ে বানভাসিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। খানাকুলের বানভাসিরা এবার খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষকে ঘিরে ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। আরামবাগ যাওয়ার পথে খানাকুলের সুলুটে বানভাসিদের সঙ্গে দেখা করেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। কথাবার্তা বলার সময়ই তৃণমূলের লোকজন এসে হাজির হয়। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আর বিক্ষোভের মুখে পড়ে কার্যত বিধায়ক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য মনোজ মল্লিকের দাবি, বিধায়ক কিছু না নিয়ে এসে ফটোশ্যুট করতে এসেছিলেন। তিনদিন পর তিনি এখানে এসেছেন খালি হাতে। গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করতে এসেছেন। খালি হাতে সেলফি তুলে মজা দেখতে এসেছেন। আর সাংসদ অপরূপা পোদ্দার এসেছিলেন খালি হাতে নয়। তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যতটা পেরেছেন। এর পরে আবার আসবেন বলে গিয়েছেন। তাঁর ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন। আর বিধায়ক এলেন তিনদিন পর। যখন বেশি বিপদ ছিল তখন উনি আসেননি। তাকে দেখাই পাওয়া যায়নি। এদিন এসে মজা দেখলেন আর ছবি তুললেন। তাহলে বিধায়ককে কি আমরা খাতির করব? আমরা এলাকা থেকে হঠিয়ে দিয়েছি। কার্যত গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিধায়ক এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। এদিকে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাবি, কেউ বিক্ষোভ দেখায়নি। তৃণমূলের লোকজন কিছুই দেয়নি এদের। আমি খোঁজ খবর নিলাম। আমি ব্যবস্থা করে দেব এটা বলেছি। কেউ কোনও বিক্ষোভ দেখাননি।

তবে এদিন সারাদিনই খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে বিভিন্ন এলাকায় হাজির হন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। বৃহস্পতিবার দুপুরে খানাকুলের সুলুট এলাকায় তিনি হাজির হন। সেখানে কিছু শুকনো খাবার দেওয়া হয়। তবে সাংসদকে এলাকার কতিপয় বাসিন্দা দাবি করেন, আরও কিছু খাবার চাই। এই দাবি করার পর কিছুক্ষণ সাংসদ তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A"
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম শাখা : ঠাকুরপুকুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত জমির পরমাণ কমবেশি ৬.৬০ শতক অবস্থিত মৌজা-বারোয়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা -নোদাখালি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫, বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজবজ তাং ১৩.০৩.২০১৫, অনুযায়ী শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোমনাথ রাজের শালি জমি, **দক্ষিণে :** শতক ভূষণ রাজের শালি জমি, **পূর্বে :** সোমনাথ রাজের পুকুর, **পশ্চিমে :** সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি সমন্বিত। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ২৮ শতক, অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , থানা -নোদাখালি, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮-২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজবজ তাং ২৮.০২.২০১৪, অনুযায়ী শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোমনাথ রাজের শালি জমি, **দক্ষিণে :** যাতন প্রামাণিকের শালি জমি, **পূর্বে :** পুকুর, **পশ্চিমে :** অলোক মন্ডলের বাস্তু জমি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১,০৯,১৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ১০,৯২,০০০.০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50331761900 ছ) ১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা
২.	শ্রী জয়ন্ত দলুই শাখা : ঠাকুরপুকুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ (তিন) ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- কৃষ্ণরামপুর, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ৮৯, (আরএস নং ৩২২), তৌজি নং ২২, ২৩, ২৬, ১০৯, খতিয়ান নং ৭৭ (আরএস), ৬৩ (এলআর), দাগ নং ৯, গ্রাম - রঘুদেবপুর, পো-আমগাছিয়া, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-০২০৪৭/১২ তারিখ ২৬.০৩.২০১২, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৭, পৃষ্ঠা ১৩২৪ থেকে ১৩৩৮, দলিল নং ০২০৪৭-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী জয়ন্ত দলুই, পিতা প্রয়াত বেচারাম দলুই এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** গ্রামীণ রোড, **দক্ষিণে :** অরবিন্দ প্রামাণিকের সম্পত্তি, **পূর্বে :** গ্রামীণ রোড, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি উমা রানি দলুই এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ২১,৪৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,১৫,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50127334993 ছ) ২৭,৯৪,৪০৬.০০ টাকা
৩.	মেসার্স ৩এ গারমেন্টস শাখা - গার্ডেন রিচ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ত্রিতল বাণিজ্যিক ভবন পরিমাণ কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট, ২ কাঠা ৮ ছটাক জমিস্থিত মৌজা- নোওয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়া পাড়া রোড, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ২১ অধীন, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২ রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ২ অফিস, আলিপুর-২০১৪ সালের, শেখ আলতাফ হোসেনের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে-** ৫ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, **দক্ষিণে-** আসিক ইকবাল, **পূর্বে-** ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, **পশ্চিমে-** মোজাস্সার নজর সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৪৫,৯১,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৬০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50521399431 ছ) ৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৬.১০.২০২৩, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

রাস্তা মেরামতির দাবি নিয়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেহাল রাস্তা মেরামতির দাবি নিয়ে পথে নামল শিক্ষক-শিক্ষিকা, এলাকাবাসী ও ছাত্রছাত্রীরা। দীর্ঘ আধঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা, সামিল হয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

স্থানীয়দের ও পড়ুয়াদের অবরোধের জেরে থমকে যায় চলাচল। হাটকালনা পঞ্চায়েত অন্তর্গত এসটিকে রোড থেকে কোম্পানি ডাঙা পর্যন্ত দীর্ঘ ২ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধি এবং বিডিও অফিসে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। এলাকাবাসীর দাবি, নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না থাকার জন্য রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে।

জন প্রতিনিধিরা ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দেন, ভোটে জেতার পর রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু হবে। কিন্তু জেতার পরও একই অবস্থা।

যার কারণে তাদের এই পথ অবরোধ। এরপরেও যদি রাস্তা মেরামত না করা হয় তাহলে আরও বড়সড় আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে এলাকাবাসী। এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য আরতি হালদার জানিয়েছেন তারও উচিত ছিল এই পথ অবরোধে সামিল হওয়া, কারণ তিনি দীর্ঘদিন ধরে আবেদন জানিয়েও বেহাল রাস্তা মেরামত করাতে পারেননি। সম্ভবত জেলা পরিষদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই রাস্তা মেরামত হচ্ছে না।

পুজোর আগে সিউড়ি মহিলা স্বনির্ভর দলের মেয়েদের হাতে তৈরি হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে বীরভূম সাহিত্য পরিষদ সভাকক্ষে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সহচরীর পুজোর হাট, চলবে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত।

এক হাঁটু জল পেরিয়ে প্রবেশ করতে হচ্ছে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে রাজ্য সড়কের ওপর এক হাঁটু জল পার করে তবেই মিলবে মায়ের দর্শন হবে। নিম্নচাপের জেরে রাজ্য জুড়ে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত, বাদ পড়েনি বাঁকুড়া জেলাও আজও বাঁকুড়া জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে তুমুল বৃষ্টিপাতের ঘেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সমস্ত নদী ও খালগুলি। একইভাবে কোতুলপুর ব্লকে মহেশপুর খাল ফুলে ফেঁপে উঠেছে বর্ষার জলে, খালের জল বইছে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে, বাঁকাদহ থেকে জয়রামবাটি যাওয়ার এই একটি মাত্র রাজ্য সড়ক রয়েছে, এর ওপর এক হাঁটু জল হাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে পথ চলতি মানুষ এবং একাধিক ভারী যানবাহন। বাঁকাদহ, তালড্যাংরা, পিয়ারডোবা সহ একাধিক জায়গায় মানুষকে জয়রামবাটি মাতৃ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে মায়ের দর্শন করতে গেলে আপনাকে এক হাঁটু জল ডিঙিয়ে তবেই প্রবেশ করতে হবে জয়রামবাটিতে। প্রতিবছর বর্ষায় হ্যাঁ কি দুর্ভোগের চিত্র ফিরে আসে, অসন্তোষ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন এই রাস্তার সঠিক পরিচর্যা করুক কারণ এই রাস্তা খুবই ব্যস্ততম একটি রাস্তা যে রাস্তার ওপর দিয়ে মাতৃ মন্দিরে প্রবেশ করা যায়।

তারকেশ্বর ও জাঙ্গিপাড়ায় দেড়শোটি পরিবারের বাড়ি জলের তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির তারকেশ্বর ও জাঙ্গিপাড়া মিলিয়ে প্রায় দেড়শোটি পরিবারের বাড়ি-ঘর জলের তলায়। মূলত দামোদর নদীর জল স্তর বৃদ্ধির কারণেই জলের তলায় এই সমস্ত এলাকাগুলি।

তারকেশ্বর ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ। ব্লকের কেশবচক, তালপুর, চাঁপাডাঙা এই তিনটি পঞ্চায়েতে ৭টি গ্রাম জলমগ্ন। প্রতিবছর দামোদর নদের জল বাড়লে প্লাবিত হয়ে যায় এই সমস্ত এলাকাগুলি। জলের তলায় চলে গেছে চাষের জমিও, এলাকায় শুরু হয়েছে নৌকো চলাচল, জলস্তর বৃদ্ধির কারণে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় ঘরছাড়া বহু মানুষ। তাদের অন্যত্র সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে প্রশাসন।

দেওয়াল চাপা পড়ে আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রবল বৃষ্টির জেরে মাটির বাড়ি ভেঙে দেওয়াল চাপা পড়ে আহত হল ২ জন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১নম্বর ব্লকের শ্যামসুন্দর অঞ্চলের মাঝপুর গ্রামে। ঘটনায় এক দম্পতি আহত হওয়ার পাশাপাশি তাদের কন্যা কোনওরকমে প্রাণে বাঁচে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাড়ির মালিক নিখিল সরকার। অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন তার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মহেশবাটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল নিখিল সরকারের মাটির বাড়ি। কোনওরকম ত্রিপল দিয়ে মেরামত করে স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে বসবাস করছিলেন। একাধিকবার প্রশাসনিক দপ্তরে বাড়ি মেরামত করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেও তা হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। এদিকে আবার নিম্নচাপের জেরে একটানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তাতেই সেই জরা জীর্ণ বেহাল দশায় থাকা মাটির বাড়িটি বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভেঙে পড়ে হুড়মুড়িয়ে।

পংজাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬
ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ : ৩১.১০.২০২৩, সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্ক এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় ।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যা-কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা [উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা গ) জামিনদারগণ	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) ১৩(২) সেকশন অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	ক) দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩ **ক) মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** ডা. হানিম্যান সরণি, গ্রাম- অঙ্গদপুর, দুর্গাপুর-৭১৩২১৫ **এবং** ১, আরএন মুখার্জি রোড, মার্টিন বার্ন হাউজ, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫৯, কলকাতা ৭০০০০১ **গ) ১) শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **২) শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **৩) মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **৪) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **৫) শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে **২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮** অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন এলাকা ৯.৮৯ একর যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত। **দখল: বাস্তবিক**	ক) ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫ খ) ২৩.১১.২০১২ গ) পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি	ক) ৮২৩.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৮৩.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০০.০০ টাকা	ক) ৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **''যেখানে যেমন আছে''** এবং **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যা-কিছু আছে''** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ৩১.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, অজয় কুমার জয়সওয়াল (সিএম) মোঃ- ৮০০১১৫৫৯২৬ -এর সঙ্গে
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অজয় কুমার জয়সওয়াল
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লাগাতার বৃষ্টির জেরে থমকে প্রতিমা তৈরির কাজ, চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

কৌশিক দে ● মালদা

দুর্গাপুজোর মরশুমে লাগাতার বৃষ্টির জেরে নাজেহাল অবস্থা মালদার মৃৎশিল্পীদের। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এখন মৃৎশিল্পীরা নিজেদের কারখানায় আগুনের সাহায্য নিয়ে প্রতিমা শুকানোতে তোড়জোড় শুরু করেছেন। এইরকম ভাবে লাগাতার বৃষ্টি চলতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও মৃৎশিল্পীদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য মৃৎশিল্পীরা রয়েছেন। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা নিজেদের কারখানায় প্রতিমা তৈরির কাজ করেন। কিন্তু যেভাবে বুধবার গভীর রাত থেকে টানা বৃষ্টি চলছে, তাতে চরম সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। অনেকের প্রতিমা তৈরির কারখানায় বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থায় কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজ করছেন। পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণভাবে তৈরি কিভাবে করে দেবেন তা নিয়েও অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা চিন্তায় পড়েছেন।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রায় ১০০ জন মৃৎশিল্পী রয়েছেন। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা নিজেদের কারখানায় দুর্গা প্রতিমা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত। পুরাতন মালদা পুরসভার সদরঘাট এলাকায় এরকম ভাবেই এক মৃৎশিল্পী রাসবিহারী রামের কারখানায় চলছে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ। এবছর তিনি ১৮ টি দুর্গা প্রতিমার বরাত পেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে প্রতিমা বানাতে গিয়ে এখন হিমশিম খাচ্ছেন। রীতিমতো খড়ের গাদায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার ওপর আবার চরম বৃষ্টির জেরে প্রতিমা তৈরির কারিগরেরা আসছেন না। সংশ্লিষ্ট এলাকার অনেক জায়গা বৃষ্টিতে জলবন্দি হয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে এখন দুর্বিষহ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃৎশিল্পীদের।

ইংরেজবাজার শহরের কুটিটোলা এলাকার মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিত বলেন, তার কারখানায় এবছর কুড়িটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। একইরকম অবস্থা তারও। যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে প্রতিমা বানানো নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এখনো অনেক প্রতিমা কাঁচা হয়ে রয়েছে। এই দেবীপ্রতিমাগুলি শুকানোর জন্য যে পরিমাণ রোদের তাপের প্রয়োজন হয়, তা পাওয়া যায়নি। ফলে অতিরিক্ত খরচ করে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকাতে হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে টানা মেঘলা আবহাওয়া রয়েছে। তার ওপর বুধবার গভীর রাত থেকে বৃহস্পতিবার একটানা যেভাবে বৃষ্টি চলছে তাতে মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাবগুলির পুজো মণ্ডপে প্রতিমা না পৌঁছতে পারলে হয়তো ঠিকভাবে নগদ টাকাও মিলবে না। আর তাতেই নতুন করে উদ্বেগ বানিয়েছে মালদার অধিকাংশ মৃৎশিল্পীদের।

সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণ চেয়ে ইডিকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: মণীশ সিসোদিয়ার জামিন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তোপের মুখে পড়ল ইডি। তদন্তকারী সংস্থাকে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সটান প্রশ্ন করেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ কই? বিচারপতি বলেন, এখনও পর্যন্ত দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জোরাল প্রমাণ পেশ করতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। আবগারি কেলেঙ্কারি থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন মণীশ সিসোদিয়া, তার বিস্তারিত প্রমাণ চেয়ে ইডিকে প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আবগারি মামলার অভিযোগে জেলবন্দি রয়েছেন সিসোদিয়া।

উল্লেখ্য, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মদ কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার করা হয় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে। তারপর অবিজেপি প্রায় সব বিরোধী দলই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। আম আদমি পার্টির দাবি ছিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই মণীশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর দিল্লি মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত আপ নেতা। প্রসঙ্গত, বুধবারই আবগারি মামলায় গ্রেপ্তার হন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। তার পরের দিনই সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা নিয়ে প্রশ্নের মুখে ইডি।

এই মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন, আপ নেতা সিসোদিয়া। শুনানি চলাকালীনই শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির তোপের মুখে পড়ে ইডি। সঞ্জীব খান্না ও এস ভি এন ভাট্টির প্রশ্ন, 'প্রমাণ কোথায়? অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ কই? অভিযোগ আনলে তার প্রত্যেকটা ঘটনা প্রমাণ-সহ পেশ করতে হবে।' সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আর্থিক তছরুপের মামলায় সিসোদিয়াকে আপাতভাবে দোষী মনে করা যাচ্ছে না। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বলেন, ইডির দাবি দুই ধাপে টাকা এসেছে মণীশ সিসোদিয়ার হাতে। কিন্তু সেই অর্থ কে দিল? অনেক জায়গা থেকেই টাকা আসতে পারে, সেটা যে আবগারি দুর্নীতি থেকেই এসেছে তার কী প্রমাণ? এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত দীনেশ আরোরার বয়ান ছাড়া আর কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি ইডি। তাহলে কোন যুক্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আনা হল?

ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: ক্ষমতায় এলে ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দেবেন কে? এই প্রশ্নের উত্তরেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন এনসিপি প্রধান। রাহুল গান্ধির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে, ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। এই ভাষাতেই কংগ্রেস নেতাকে রাজনীতির সার্টিফিকেট দিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। টেনে আনলেন ভারত জোড়ো যাত্রার প্রসঙ্গও।

আবগারি দুর্নীতির মামলায় বুধবার গ্রেপ্তার হয়েছেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। বুধবার এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেপ্তারি ইন্ডিয়া জোটকে আরও শক্তিশালী করবে।' আপ নেতার গ্রেপ্তারিতে গেরুয়া শিবিরের নিন্দা করেন পাওয়ার। এর পরই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পাওয়ারের মন্তব্য, 'ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুল গান্ধিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করছেন সকলে। একদিন উনি দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।' ৮২ বছরের রাজনীতিকের দাবি, 'উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরবে। হরিয়ানাতেও ভাল ফল করবে কংগ্রেস। সেখানে তারা সরকার গঠন করলেও অবাক হব না।' উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের হারের কথাও উল্লেখ করেন পাওয়ার। পাশাপাশি

দাবি শরদ পাওয়ারের

শরদের দাবি, 'তাঁর নেতৃত্বে এনসিপি মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ও কংগ্রেস পরের বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করবে।' ভাইপো অজিত পাওয়ার এবং তাঁর অনুগামীদের কটাক্ষ করেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক। মন্তব্য করেন, 'যে সব নেতা এনসিপি ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অপরাধ আড়াল করা।'

লরির ধাক্কায় মৃত্যু একই পরিবারের ৮ জনের

লখনউ, ৫ অক্টোবর: উত্তর প্রদেশের বারাণসী-লখনউ হাইওয়েতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৮ জনের। মৃতেরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এক জন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফুলপুর থানার অন্তর্গত করখৈয়ব এলাকায় একটি লরির সঙ্গে চার চাকা গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এর জেরেই এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পর শোক প্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মৃতদের দেহ সংকারে সহায়তা করার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় মৃতেরা হলেন বিপিন যাদব (৩২), বিপিনের মা গঙ্গা দেবী (৪৮), মহেন্দ্র পাল (৪৩), তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকালী (৪০), দামোদর প্রসাদ (৩৫), তাঁর স্ত্রী নির্মলা দেবী (৩২), রাজেন্দ্র (৫৫) এবং গাড়ির চালক আনন্দ (২৪)। এদের সকলেরই বাড়ি পিলভিটে। সেখান থেকে বারাণসী আসছিলেন তাঁরা। সে জন্য গাড়িটি ভাড়া করেছিলেন। জৌনপুরের দিকে যখন তাঁরা যাচ্ছিলেন, সে সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় ওই পরিবারের সদস্য ৯ বছরের দামোদর প্রসাদ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিজনের অস্থিভস্ম বারাণসীর গঙ্গায় ভাসাতে সেখানে আসছিলেন তাঁরা। কিন্তু লরির সঙ্গে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ওই সদস্যদের।

'মোদির হাত ধরেই উন্নতির শিখরে ভারত', বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুতিন

মস্কো, ৫ অক্টোবর: মোদি খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই তাঁর সময়ে ভারত অনেক কিছু অর্জন করছে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। এভাবেই ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একটি অনুষ্ঠানে বন্ধু মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনৈতিক সম্পর্ক খুবই ভালো। মোদি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করছে। রাশিয়া ও ভারত একই নীতি নিয়ে কাজ করে।

জানা গিয়েছে, আর্থিক সুরক্ষা ও সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগামিদিনে কাজ করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন পুতিন।

বলে রাখা ভালো, এর আগেও বহুবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাজ ও দক্ষতার গুণ গেয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া'রও প্রশংসা শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। গত মাসেই ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন বলেছিলেন, আপনারা জানেন, আগে আমরা দেশে গাড়ি নির্মাণ করতাম না। কিন্তু এখন করি। এবং সেগুলো মার্সিডিজ কিংবা অডি গাড়ির থেকে অনেক আধুনিক দেখতে। আমাদের উচিত আমাদের পার্টনারদের দিকেও তাকানো। যেমন ভারত। ওরা দেশেই গাড়ি নির্মাণে জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির প্রচার করছেন তা একেবারে সঠিক। উনি একদম ঠিক। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে পুতিনের না আসা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। কূটনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে মোদির মধুর সম্পর্ক নিয়ে অসন্তুষ্ট মস্কো। যার কারণেই নয়াদিল্লি থেকে মুখ ফিরিয়েছেন পুতিন। পরে অবশ্য রুশ প্রেসিডেন্ট নিজে ফোন করে তাঁর অনুপস্থিতির কথা মোদিকে জানান। ফলে দু'দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরার যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, মোদিও সব সময় তাঁর বন্ধু পুতিনের পাশে থেকেছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যখন গোটা বিশ্ব রুশ প্রেসিডেন্টকে তুলোধোনা করেছে, ভারত কিন্তু কখনও বিশ্ব মঞ্চে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেনি।

হোয়াইট হাউস থেকে সরানো হল 'ফার্স্ট ডগ' কমান্ডারকে

ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর: কুকুর আতঙ্ক হোয়াইট হাউসে। গত দু'বছরে মোট ১১ জন কুকুরের কামড়ের শিকার হয়েছেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মোড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনে। অবশেষে হোয়াইট হাউস থেকে বিতাড়িত মার্কিন ফার্স্ট লেডির প্রিয় পোষ্য জার্মান শেফার্ড 'কম্যান্ডার'। পরিস্থিতির চাপে এবার ওই কুকুরটিকে সরানো হল হোয়াইট হাউস থেকে।

উপরের ব্যালকনি থেকে সমগ্র হোয়াইট হাউসে অবাধ আনাগোনা ছিল তার। ২ বছরের এই জার্মান শেফার্ডের গলার গুরুগম্ভীর আওয়াজে সরগরম থাকত সমগ্র হোয়াইট হাউস। কিন্তু, এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের কর্মীদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে ২ বছরের জার্মান শেফার্ড। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল হোয়াইট হাউসের কর্মীদের মধ্যে। এমনকী ডাকাবুকো নিরাপত্তাকর্মীরা পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জানা গিয়েছে, হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি ডেলাওয়ারের পারিবারিক বাড়িতেও প্রেসিডেন্টের পোষ্য 'কমান্ডার' হামলা চালিয়েছে নিরাপত্তারক্ষী এবং গোয়েন্দা আধিকারিকদের উপর। গত মাসেও কমান্ডারের হামলায় জখম হন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিসের এক কর্মী। জখম গুরুতর হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতেও হয়েছিল। একটি মার্কিন সংবাদপত্রের খবর শেষ পর্যন্ত দু'বছর বয়সি ওই জার্মান শেপার্ডটিকে হোয়াইট হাউস থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাইডেন। বিবৃতি দিয়ে মার্কিন ফার্স্ট লেডির কমিউনেকশন ডিরেক্টর এলিজাবেথ আলেকজান্ডার জানিয়েছেন 'কম্যান্ডার' আর 'হোয়াইট হাউসে নেই'।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হোয়াইট হাউসের যে কর্মীরা তাঁদের সবসময় নিরাপত্তা দেন, তাঁদের সুরক্ষার বিষয়ে যত্নশীল প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং তাঁর স্ত্রী। কমান্ডার বর্তমানে হোয়াইট হাউস ক্যাম্পাসে নেই। যদিও প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডির প্রিয় পোষ্যকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে হোয়াইট হাউসে ঠাঁই হয় কমান্ডারের। তার আগেও বাইডেনের পোষ্যপ্রেমের নজির রয়েছে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে দুই জার্মান শেপার্ড চ্যাম্প ও মেজরকে নিয়ে সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করেছিলেন বাইডেন। সরকারিভাবে তাদের 'ফার্স্ট ডগ অফ আমেরিকা' তকমাও দেওয়া হয়েছিল।

জাপান কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে

টোকিও, ৫ অক্টোবর: জাপান কেঁপে উঠল শক্তিশালী তীব্রতার ভূমিকম্পে। বৃহস্পতিবার জাপানে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিকটবর্তী অঞ্চলে ৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, কিন্তু দুই ঘণ্টা পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৬।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে একাধিক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী তীব্রতা ছিল ৬.১, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র। রাজধানী টোকিতে কম্পন টের পাওয়া যায়নি। হাচিজো দ্বীপের ইয়ানেতে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) উচ্চতার ছোট সুনামি দেখা গিয়েছে।

ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন শেখ হাসিনা- ভ্লাদিমির পুতিন, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্লাবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৫ অক্টোবর: বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে রাশিয়া থেকে 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ৩৩তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যুক্ত হল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্লাবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের কাছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য আনা ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক আলেস্কি লিখাচেভ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভেতরে এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। এর আগে রাশিয়া থেকে এই ইউরেনিয়াম গত শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পৌঁছয়।

ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি।

রাশিয়া থেকে আসা ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 'পারমাণবিক স্থাপনা'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের (আইএইএ) গর্ভনিং বডির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

২০২৫ সালের শুরুতে রূপপুর থেকে বিদ্যুৎ পাবে দেশের জনগণ। সঞ্চালন লাইনসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি হওয়ার পরই পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হবে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনগণ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি জিডিপিতে ২ শতাংশ অবদান রাখবে।২০২৪ সালের মার্চে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার কথা রয়েছে। আর দ্বিতীয় ইউনিটেও ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সমপরিমাণ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে উল্লেখযোগ্য রাখবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

Sheakhala Gram Panchayat
Sheakhala, Hooghly, 712706

TENDER NOTICE

Tender are being invited from eligible contractor vide Tender **NIT No.:- 232/15th (Tied)/SGP/23-24, Date: 05/10/2023 and 233/15th (Untied)/SGP/23-24, Date: 05/10/2023.** Tender will be available in website https://wbtenders.gov.in and above office. Last Date and Time of Submission of Tender paper are on **11/10/2023 at 11.00 AM**.

Sd/-
Prodhan
Sheakhala Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

CORRIGENDUM

1) Name Of Work: Selection of consultant for Preparation of DPR including Investigation, Surveying, Soil Testing, Planning, Designing, Vetting and Submission to approving authority for Construction of Fish Market (G+4) at Ward No.15 of Baranagar Municipality to be considered under the project of Fisheries Department, NIeQ No: WBMAD/ BM/ PWD/NIQ-70 (eP)/2023-24 Dated-08.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_565649_1. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **11.10.2023** and Bid Opening Date will be **13.10.2023.** For details please log on to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman

E-TENDER NOTICE

Tenders through E-Tendering process are invited by the Prodhan, Basantapur Gram Panchayet, Basantapur, Amta-1, Howrah from the bonafied, experienced and resourceful agencies/Registered co-operative societies/bidders having registration in E-Procurement portal for execution of 15 nos of work vide **E-NIT No.WB/HWH/AMTA/BGP/23-24/ NIT/ 501/(1-3), 502/(1-4)/510(1-4)/511(1-2), 512 (1-2), Dated 29/09/23.** The last date of online bid submission is **09/10/23, 10/10/23,11/10/23,12/10/23,13/10/23** respectively at 2 PM All the Detail information regarding above said E-Tender will be available in website **www.wbtenders.gov.in**

sd/- Prodhan
Basantapur Gram Panchayet
Basantapur, Amta-1,Howrah

E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. Etender Notice2023_ZPHD_581238, 2023_ZPHD_581324, 2023_ ZPHD_582040, 2023_ZPHD_582063, 2023_ ZPHD_582078, Memo No. 321/Ganga/ 23-24, Dated-29.09.23 and 2023_ ZPHD_582098, 2023_ZPHD_582126, 2023_ZPHD_582145, 2023_ ZPHD_ 582184, 2023_ZPHD_582210, Memo No. 323/Ganga/23-24, Dated-30.09.23, 2023_ZPHD_582238 Memo No. 324/ Ganga/23-24, Dated-30.09.23 and 2023_ZPHD_582254, Memo No. 325/ Ganga/23-24, Dated-30.09.23 More details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Ganganandapur GP.
Bongaon Block
North 24 Pgs

OFFICE OF THE RASULPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad.

NIeT. No. 02/15th FC/RGP/2023-24, Memo No. 101/En/RGP/2023, dated-04/10/2023 Date of publishing: **04/10/2023 from 6.00 p.m** on htpp://wbtenders.gov.in
Bid downloading starts from: **04/10/2023 from 6.00 p.m.** Bid Downloading ends : **13/10/2023 up to 6.00 p.m.** Last date of Bid submission: **13/10/2023 upto 6.00 p.m.** Technical Bid opening date: **16/10/2023 at 11.00 a.m.** For details logon to htpp://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

OFFICE OF THE RASULPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad.

NIeT No. 03/15th FC/ RGP/ 2023-24, Memo No. 103/En./ RGP/2023, Date- 05-10-23. Date of publishing- **05-10-23 from 6.00 pm.** Bid downloading Start date- **05-10-23 from 6.00 pm.** Bid downloading End date- **13-10-2023 upto 6.00 pm.** Last date & bid submission- **13-10-2023 upto 6.00 pm.** Technical bid opening date- **16-10-2023 at 11.00 am**
For details logon to htpp://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

OFFICE OF THE PRODHAN
SAGARDIGHI GRAM PANCHAYAT
Harhari, Sagardighi, Murshidabad

NIeT No. 06/SDGP/CFC (Un-Tied)/ 2023-24, vide Memo No- 345 (12)/ SDGP, Dt- 05-10-2023.
Date of publishing- **05-10-2023 at 18.55 Hrs.** Bid downloading Starts from **-05-10-2023 at 18.55 Hrs.** Bid Downloading ends- **12-10-2023 at 18.00 Hrs.** Last date of bid submission- **12-10-2023 at 18.00 Hrs.** Technical bid opening date- **16-10-2023 at 13.00 Hrs.**
For details logon to http://wbtenders.gov.in or contact with office of the undwersign

Sd/- Prodhan
Sagardighi G.P.

OFFICE OF THE PRODHAN
SAGARDIGHI GRAM PANCHAYAT
Harhari, Sagardighi, Murshidabad

NIeT No. 07/SDGP/CFC (Tied)/ 2023-24, vide Memo No- 346 (12)/ SDGP, Dt- 05-10-2023.
Date of publishing- **05-10-2023 at 18.55 Hrs.** Bid downloading Starts from **-05-10-2023 at 18.55 Hrs.** Bid Downloading ends- **12-10-2023 at 18.00 Hrs.** Last date of bid submission- **12-10-2023 at 18.00 Hrs.** Technical bid opening date- **16-10-2023 at 13.00 Hrs.**
For details logon to http://wbtenders.gov.in or contact with office of the undwersign

Sd/- Prodhan
Sagardighi G.P.

TANGRA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
NIT NO : TANG/007/2023-24
DATED : 29-09-2023
Online. (E-Tender) Tender invited for the various development works Under Tangra Gram Panchayat, Bongaon Block, North 24 Parganas.
Estimated value:
Rs. **(529149+268099 +348191)**
Date of downloading the document from : **29/09/2023 to 06/10/2023 Upto- 06.00 P.M.**
For details login the website- **www.wbtenders.gov.in**

Prodhan
Tangra Gram Panchayat

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 004/15th FC (Tied & Untied)/ Arandi-II/2023-24,** for 16 nos. scheme from **15th FC (Tied & Untied) Fund**. Date of Online Submission **06.10.2023 to 13.10.2023 up to 05:30 PM.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-50/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work Tender ID No. 2023_ADDA_584492_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engg.(Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/-
Executive Engineer, ADDA, Durgapur

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah-711205

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 03 nos. different development work(s) vide **Memo No.: 425/DA-II GP/2023 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-12/ 2023, Date: 05.10.2023**. Publishing, Document Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **05.10.2023 at 06.00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **13.10.2023 up to 06.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **16.10.2023 at 11.00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Office of the Prodhan
RANIGANJ-I GRAM PANCHAYAT
Vill-Tantibari, P.O.-Malipara, P.S.-Gazole, Pin-732124, Dist -Malda.

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e-T NO: 180/R-II GP/2023-24, Dated:- 05/10/2023
N.I.e-T NO: 178/R-II GP/2023-24, Dated:- 05/10/2023
N.I.e-T NO: 179/R-II GP/2023-24, Dated:- 05/10/2023
Tender documents download and bid submission stat date & time **05/10/2023 at 5. PM,** Last date and time for bid Submission **16/10/2023 at 12.00 P.M** & Opening Date-**17/10/2023 at 2. 00 PM.** For more information, please visit www.wbetenders.gov.in

Sd /- Prodhan
Raniganj-I Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Mandir Bazar Block, South 24 Parganas

জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার নলকুপ, ঢালায় রাস্তা এবং ড্রেন এর কাজের জন্য **(15th FC TIED & Un-Tied Grant)** থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন। (**NIT No- 19/JGP/ISGPP-II/2023-24, 20/JGP/ISGPP-II/2023-24, 21/JGP/ISGPP-II/ 2023-24, Dated- 29/09/2023. Bid Submission Start Date- 03/10/2023 at 11.00 am and Bid Submission End date- 10/10/2023 at 2.00 pm. Bid opening date- 12/10/2023 at 2.00 pm. Online e-Tender** সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in ভিজিট করুন।

ধন্যবাদান্তে, প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) under **15th FC (Untied) Fund** vide **NIT No.: 366/KGP/2023 (Sl.- 01-12), Date: 04.10.2023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **05.10.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **12.10.2023 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **13.10.2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **16.10.2023 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

Rishra Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **NIT No.: i) 005/e-NIT/ RIS/2023-24 (Sl. 1-4), Date: 04.10.2023, ii) 006/e-NIT/RIS/2023-24 (Sl. 1-10) & 007/e-NIT/RIS/2023-24 (Sl. 1-8), Date: 05.10.2023. Fund: 15th FC (Tied & Untied).** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **04.10.2023 (For NIT- 005) & 05.10.2023 (For NIT- 006 & 007) at 18:00 Hrs.** Bid Submission End Date (Online): **09.10.2023 (For NIT- 005) & 10.10.2023 (For NIT- 006 & 007) up to 11:00 Hrs.** Date of Opening of Technical & Financial Bid (Online): **11.10.2023 (For NIT- 005) & 12.10.2023 (For NIT- 006 & 007) at 11:00 Hrs.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৩৫, তারিখঃ ০৪.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এইচডব্লুএইচ–২৫– ২১–৩২৫৬, কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং সর্টিং ইয়ার্ড ডিপো থেকে যাত্রা করা বিভিন্ন রেকের পাওয়ার কারের ডি.এ. (ডিজেল অল্টারনেটর) সেটের এসকর্টিং, পরিচালন এবং 'এ' চেক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৬৭,৯৭,৫৪৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,৩৪,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-282/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএসটিই, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন ই-টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **৩০.১০.২০২৩ দুপুর ৩.০০ টা** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া কারশেড ইয়ার্ড-এ ইয়ার্ড লেআউট পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত নোয়াপাড়া কারশেডে বর্তমান ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থার সংশোধন, পরিবর্তন, পরীক্ষা ও সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১৮,৩১,৩৭১.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ছয় মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/ ১৯-২০২৩ (রিটেন্ডার), তারিখ ঃ ০৫.১০.২০২৩

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

৩৩ হাজার মহিলাকে বিনামূল্যে টিকিট দিয়েও ফাঁকা মোদি স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ড বনাম নিউ জ়ল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ। আয়োজক দেশ ভারত না খেললেও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে মানুষের যে আগ্রহ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে দেখা গেল প্রায় পুরো স্টেডিয়ামই ফাঁকা। এক লাখ ৩০ হাজারের স্টেডিয়ামে মেরেকেটে হাজার বিশেক দর্শক এসেছেন। এর আগে কোনও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে এ রকম শূন্যস্থান দেখা গিয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনা শুরু হয়েছে, ভারত যেখানে খেলবে না, সেখানে এত বড় স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ দেওয়া উচিত হয়েছে কি?

মোতেরা স্টেডিয়াম নতুন করে তৈরি হওয়ার পর থেকেই দেশের সবচেয়ে ভাল ম্যাচগুলি সেখানেই দেওয়া হয়েছে। আইপিএলের ফাইনাল, এ বারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ এবং ফাইনাল, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ-সহ শ্রেষ্ঠ ম্যাচগুলি পেয়েছে তারা। কিন্তু ফাইনাল বা ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে যে কাড়াকাড়ি, তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না বৃহস্পতিবার। ফাঁকা স্টেডিয়াম বিশ্বকাপের উদ্বোধনের পক্ষে যে ভাল বিজ্ঞাপন নয়, সেটা অনেকেই মানছেন।

সমর্থকেরা ভেবেছিলেন বিশ্বকাপের আগে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে পারে। তাই উৎসাহ বাড়ছিল। যে মুহূর্তে জানা গেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে না, তখনই উৎসাহে ভাটা পড়ে। মহিলাদের সংরক্ষণ বিলের সাফল্য উদ্‌যাপন করতে ৩৩ হাজার মহিলাকে বিনামূল্যে টিকিট দিয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা। তাঁদের জন্যে ছিল খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও। কিন্তু সেই আকর্ষণও কাউকে

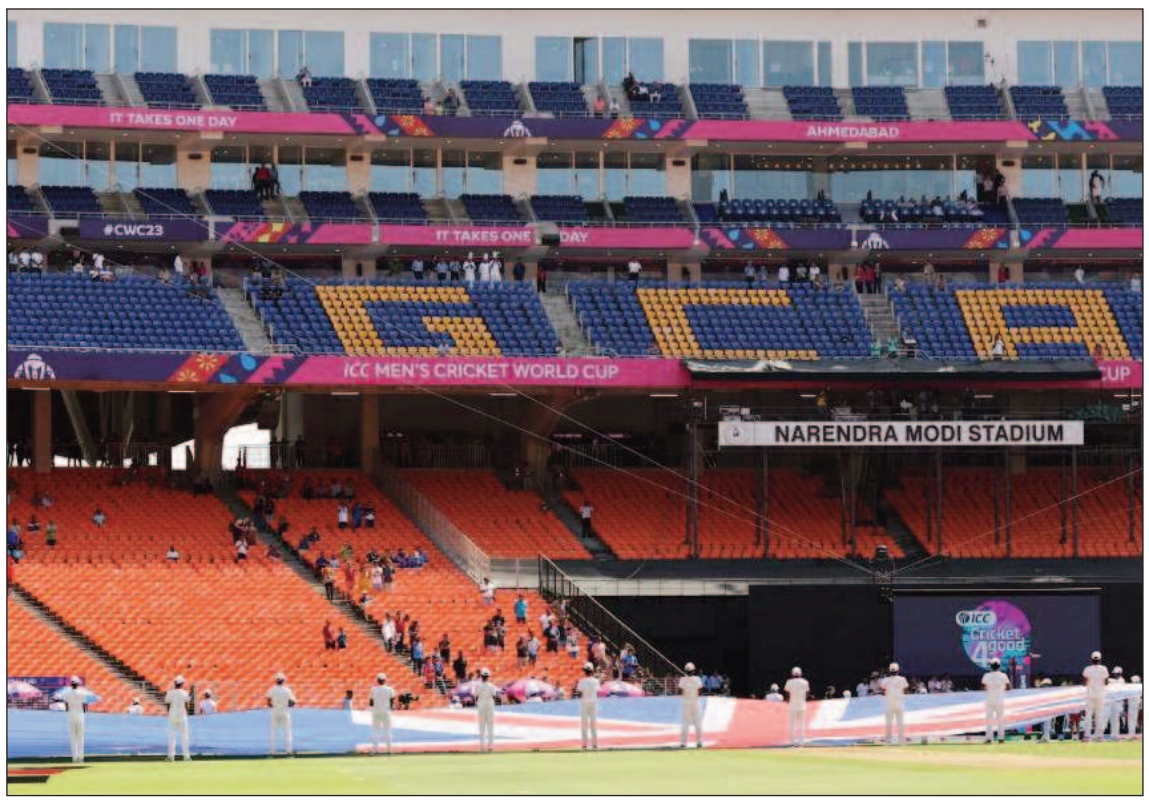

বিচলিত করতে পারেননি। ৩৩ হাজার মহিলা সমর্থকের অন্তত অর্ধেক এলেও মাঠের অবস্থা এত খারাপ থাকত না।

সমর্থকেরা ইতিমধ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সমাজমাধ্যমে। তাঁদের দাবি, কেন প্রথম ম্যাচে ভারতকে রাখা হল না? অনেকেই আইসিসি এবং বিসিসিআইয়ের মুণ্ডপাত করেছেন। টিকিট বণ্টন নিয়ে আগেই ঝামেলা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাতে ঝামেলা চলছে। গুজরাতও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে সবার কাছে টিকিট পৌঁছেছে কি না সেটাও একটা ব্যাপার। অনলাইনে টিকিট কাটতে গিয়ে সমর্থকদের নাজেহাল হতে হয়েছে। টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার সময়েই ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়লেও 'লাইনে' দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রনিক টিকিট গ্রাহ্য হবে না বলে বোর্ড আগেই জানিয়েছিল। ফলে কাগজের টিকিট হাতে পেতেও কালঘাম পোয়াতে হয়েছে সমর্থকদের। এতেই এক শ্রেণির সমর্থক মুখ ফিরিয়েছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল হওয়ায় আনন্দে লাফাচ্ছেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে ভারতের দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচই বাতিল হয়ে যায় বৃষ্টির কারণে। সেটাতে খুশিই হয়েছেন রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক বুধবার জানালেন যে, প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল হয়ে যাওয়ায় বেশি দিন বিশ্রাম পেয়েছেন তাঁরা। সেটা বিশ্বকাপের আগে প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করছেন রোহিত।

বুধবার আমদাবাদে বিশ্বকাপের ১০টি দলের অধিনায়কেরা এসেছিলেন। সেখানেই রোহিত বলেন, তওই দুটো দিন ছুটি পেয়ে আমরা খুশি। দলের মধ্যে এটা নিয়ে কথাও হয়। বেশ কিছু দিন ধরে প্রচুর ক্রিকেট খেলছি। এশিয়া কাপ খেললাম। তার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল। সেখান থেকে আমরা এটা বুঝে নিয়েছি যে, দলের কে কোন জায়গায় আছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতি তো আমাদের হাতে নেই। কী আর করতে পারতাম আমরা। তবে বিশ্বকাপে নামার আগে আমরা যে ক্রিকেট খেলেছি, সেটা নিয়ে আমি খুশি।

ভারত শেষ বার এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০১১ সালে। তার পর আবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। রোহিত বুঝতে পারছেন প্রত্যাশার চাপ রয়েছে। তিনি বলেন, তআমি জানি বিশ্বকাপের অর্থ। দলের প্রত্যেকে জানে। নিজেদের সব কিছু উজাড় করে দেব আমরা। শেষ তিনটি বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ জিতেছে। তবে এটা খুব লম্বা প্রতিযোগিতা। আমাদের প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। প্রত্যাশার চাপ নিচ্ছি না। এটা থাকবেই। কোথায় খেলছি সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমরা শুধু নিজেদের লক্ষ্যে স্থির।

ভারতের প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়ে। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ অক্টোবর খেলবে তারা। রোহিত বলেন, তআমাদের নজর এখন চেন্নাইয়ে। পরিস্থিতি বুঝতে হবে। নিজেদের সেরা একাদশ বেছে নিতে হবে। এত দিন ধরে আমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছি, সেটার উপর বিশ্বাস রেখে খেলতে হবে।

প্রথম ম্যাচে হার ইংল্যান্ডের

৯ উইকেটে জয়ী নিউ জল্যিান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দিল নিউ জ়ল্যান্ড। গত বারের বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ড হারিয়ে দিয়েছিল নিউ জ়ল্যান্ডকে। এ বারের বিশ্বকাপের শুরুতে সেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শুরু করল কিউইরা। আমদাবাদে প্রথমে ব্যাট করে ২৮২ রান করে ইংল্যান্ড। সেই রান সহজেই তুলে নেয় নিউ জ়ল্যান্ড। ডেভন কনওয়ে এবং রাচিন রবীন্দ্র ২৭৩ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ জেতালেন।

২৩ বছরের রাচিনের নামকরণ হয়েছে ভারতের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়ের নাম মিলিয়ে। শেষের জন ঘটনাচক্রে ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ। নিউ জ়ল্যান্ডের ওয়েলিংটনে এক ভারতীয় পরিবারে জন্ম রাচিনের। তাঁর বাবা রবি কৃষ্ণমূর্তি পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মা দীপা গৃহকর্ত্রী। ১৯৯০-এর দশকে বেঙ্গালুরু থেকে ওয়েলিংটনে চলে আসেন রবি। সেখানে তিনি হাট হকস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

বেঙ্গালুরুতে থাকায় সময়েই ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক ছিল রবির। অল্পবিস্তর খেলাধুলোও করেছেন। ছেলেকেও ক্রিকেটার করার ইচ্ছা ছিল। পরিবারের সমর্থনে নিজেকে ক্রমশ ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে

তুলতে থাকেন রাচিন। আদতে তিনি অলরাউন্ডার। স্পিনার হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁকে তিন নম্বরে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দেয় নিউ জ়ল্যান্ড। প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ৯৭ রান করা ব্যাটার নিরাশ করেননি দলকে। ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়লেন রাচিন। অপরাজিত রইলেন ১২৩ রানে।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দর্শক খুবই কম ছিল। এক লাখ ৩০ হাজারের স্টেডিয়ামে মেরেকেটে হাজার বিশেক দর্শক ছিল খেলার শুরুর দিকে। পরে যদিও তা কিছুটা বাড়ে। তাতে মাঠ অর্ধেকও ভর্তি হয়নি।

৫৬ মিনিট পরে 'ঘুম' ভাঙল দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমদাবাদে অধিনায়কদের সভায় নাকি ঘুমোচ্ছিলেন টেম্বা বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলেন ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা। বাভুমার ঘুমিয়ে পড়ার একটি ছবিও পোস্ট করেন তাঁরা। কিন্তু বাভুমা জানালেন, তিনি মোটেই ঘুমোননি। ক্যামেরা এমন ভাবে ছিল যে, মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল এ বারের এক দিনের বিশ্বকাপ। তার আগে বুধবার ১০ দলের অধিনায়কের একটি বৈঠক হয়। সেখানে রোহিত শর্মা, বাবর আজম, জস বাটলার, কেন উইলিয়ামসনদের সঙ্গে ছিলেন বাভুমাও। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার ছবি পোস্ট করে ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা সমাজমাধ্যমে লেখেন, তবিশ্বকাপে অধিনায়কদের বৈঠকে টেম্বা বাভুমা ঘুমিয়ে পড়েছেন।দ সেই পোস্টের ৫৬ মিনিট পর বাভুমা উত্তর দেন। তিনি লেখেন, তআমি ঘুমোচ্ছিলাম না। ক্যামেরা এমন ভাবে ছিল যে, মনে হচ্ছে আমি ঘুমোচ্ছি।দ বাভুমা অস্বীকার করলেও অনেক সমর্থকদেরই ওই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার দেখে মনে হয় যে, বাভুমা ঘুমোচ্ছেন।

বিচ্ছেদ ধাওয়ানের, স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ মানল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্বস্তি পেলেন শিখর ধাওয়ান। ভারতীয় দলের বাইরে চলে যাওয়া ব্যাটারের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা অনেকটাই মিটে গেল। দিল্লির পটীয়ালা হাউস কোর্টের পারিবারিক আদালত তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

স্ত্রী আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন ধাওয়ান। তাঁর অভিযোগ ছিল, স্ত্রী তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন করেন। একমাত্র সন্তানকেও দীর্ঘ দিন তাঁর সঙ্গে থাকতে দেন না। বিচারক হরিশ কুমার তাঁর পর্যবেক্ষণে আগেই জানিয়েছিলেন, ধাওয়ানের অভিযোগ যুক্তিপূর্ণ। আদালত বলেছে, ধাওয়ানের স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের সন্তান কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত। তবে ধাওয়ান চাইলে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। ভারত বা অস্ট্রেলিয়ায় (আয়েশা অধিকাংশ সময় অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন) ভিডিয়ো কল করে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন তিনি। আদালত জানিয়েছে, ছেলের স্কুলের ছুটি থাকলে তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারবেন ধাওয়ান। সে ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি করতে পারবেন না আয়েশা। ধাওয়ান নিজের কাছে ছেলে সর্বোচ্চ কত দিন রাখতে পারবেন, তা নিয়ে

কোনও মন্তব্য করেনি আদালত।

২০১২ সালের অক্টোবরে ধাওয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আয়েশার। ধাওয়ান ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। প্রথম পক্ষের দুই কন্যাসন্তানও রয়েছে আয়েশার। ২০২১ সালে প্রথম সমাজমাধ্যমে আয়েশা ধাওয়ানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন।

বেশ কিছু দিন ধরেই স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না ধাওয়ানের। পারিবারিক অশান্তি কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলছিল তাঁর ২২ গজের পারফরম্যান্সেও। যা নিয়ে ধাওয়ান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''আমি ব্যর্থ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। আমি কারও দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে চাই না। আমিও এই ধরনের সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম না। ঠিক যেমন ২০ বছর আগে জানতাম না, ক্রিকেটে নিয়ে কখনও কথা বলব। আসলে মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শেখে।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''আমার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। আগামী দিনে আবার যদি বিয়ে করি, তখন এই ধরনের সম্পর্ক নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা থাকবে। বুঝতে পারব, কেমন মহিলা আমার জীবনসঙ্গী হিসাবে সঠিক। যাঁর সঙ্গে আমি সারা জীবন কাটাতে পারব।''

এশিয়ান গেমসে দেশকে পদক দিলেন মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কমপাউন্ড তিরন্দাজির মহিলাদের দলগত বিভাগে সোনা জিতল ভারত। ফাইনালে চাইনিজ তাইপেইকে ২৩০-২২৯ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারতীয় দল। ভারতের হয়ে সোনা জিতলেন জ্যোতি সুরেখা, অদিতি গোপীচন্দ এবং পারনীত কৌর। এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় সোনা জিতলেন তিরন্দাজেরা।

ফাইনালে দু'দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল বৃহস্পতিবার। প্রথম সেটে ৫৪-৫৬ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিল ভারতীয় দল। তবে দ্বিতীয় সেট ৫৮-৫৫ ব্যবধানে জিতে ১ পয়েন্টে এগিয়ে যান জ্যোতিরা। তৃতীয় সেট আবার ৬০-৫৯ ব্যবধানে জিতে নেয় চাইনিজ তাইপেই। ফলে চতুর্থ তথা শেষ সেটের আগে দু'দলের পয়েন্ট হয় ১৭১। শেষ সেট জিততেই হবে এই পরিস্থিতিতে চাপ সামলে দেশকে এ বারের এশিয়ান গেমস থেকে ১৯তম পদক এনে দিলেন মহিলা কম্পাউন্ড তিরন্দাজেরা।

জ্যোতিষী-কাণ্ডে নাম জড়ানো সুনীলদের সেই বিতর্কিত কোচকে রেখে দেওয়া হল আরও দু'বছর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। কখনও জ্যোতিষীর পরামর্শে দলগঠন, কখনও ফুটবল কর্তাদের দিকে তোপ। কিন্তু মাঠের সাফল্যের কারণেই বিতর্কিত কোচ ইগর স্তিমাচকে রেখে দিল ভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। বৃহস্পতিবার আরও দু'বছরের জন্যে তাঁর চুক্তি বাড়ানো হল। চলতি মরসুমে ভারত তিনটি ট্রফি জিতেছে তাঁর কোচিংয়েই।

ভারত যদি বিশ্বকাপের তৃতীয় রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তা হলে আরও দু'বছর স্তিমাচের মেয়াদ বাড়বে। একইসঙ্গে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ নিয়োগ করা হল মহেশ গাউলিকে। ১৯৯৮ বিশ্বকাপে তৃতীয় হওয়া ক্রোয়েশিয়া দলের সদস্য স্তিমাচ ২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন। দু'টি সাফ কাপ-সহ চারটি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি।

এ দিন ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে এআইএফএফের সেক্রেটারি জেনারেল শাজি প্রভাকরণ বলেন, তফেডারেশনের সদস্যরা স্তিমাচের মেয়াদ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ আরও দু'বছর বাড়াতে রাজি হয়েছেন। আমরা আগামী দিনে একটা দল হিসাবে এগোতে চাই। জাতীয় দলে একটা

ধারাবাহিকতা রাখতে চাই। গত কয়েক মাসে পরপর দু'টি প্রতিযোগিতা জিতেছি আমরা। ইরাকের বিরুদ্ধে কিংস কাপের ম্যাচেও লড়াই করেছি। এখান থেকে আগামী দিনে আরও উন্নতি করাই লক্ষ্য। সাম্প্রতিক এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল স্তিমাচের কোচিংয়েই ১৩ বছর পর শেষ ষোলোয় উঠেছিল। সেখানে সৌদি আরবের কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। চুক্তি বৃদ্ধির পর তিনি বলেছেন, তনিজেকে এই পরিবারের সদস্য বলেই মনে হয়। দলের সাপোর্ট স্টাফদের প্রতি বিরাট আস্থা রয়েছে। এআইএফএফ-কে ধন্যবাদ আমার উপর ভরসা রাখার জন্যে। গত তিন-চার দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। ভবিষ্যতে আমাদের কোথায় উন্নতি করতে হবে সেটা জানি।

গত মাসেই জ্যোতিষী বিতর্ক প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের আগে স্তিমাচ বার্তা পাঠিয়েছিলেন দিল্লির জ্যোতিষী ভূপেশ শর্মাকে। তাঁর সঙ্গে স্তিমাচের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল সংস্থার কর্তারাই। এমনটাই জানাচ্ছে একটি ইংরাজি দৈনিক। ৯ জুন স্তিমাচ সেই জ্যোতিষীকে লিখেছিলেন, ত১১ জুন রাত সাড়ে ৮টা থেকে ম্যাচ শুরু। সেই খেলার জন্য ফুটবলারদের তালিকা পাঠালাম। এখানে সব তথ্য রয়েছে।দ যে তালিকার কথা স্তিমাচ বলেছেন সেটি আসলে ভারতের প্রথম একাদশ। চোটের কারণে ভারতীয় দল সেই সময় বিপর্যস্ত। ওই দিন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ভারতের। ওই ম্যাচটি জিততেই হত যোগ্যতা অর্জন করার জন্য। এর জবাবে স্তিমাচ সমাজমাধ্যমে লেখেন, ''একজন সৎ যোদ্ধা, যিনি ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি চান, তাঁকে এখন লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে!''

লক্ষ্মীপুজোর দিন হচ্ছে না ডার্বি সপ্তমীতে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ অন্য মাঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে আগামী ২৮ অক্টোবর কলকাতা ডার্বি হওয়ার কথা ছিল। তা আপাতত হচ্ছে না। ওই দিন লক্ষ্মীপুজো। ফলে সে দিন ম্যাচ আয়োজন হওয়া নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উষ্মা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই ম্যাচটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। কবে কলকাতা ডার্বি হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। পরে জানানো হবে। তবে সে দিন বিকেল ৫.৩০টা থেকে যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল মুম্বইয়ে, সেই মুম্বই সিটি এফসি বনাম হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টা থেকে। এ ছাড়াও, ইস্টবেঙ্গলের একটি ম্যাচের স্থান বদল করা হয়েছে। আগামী ২১

অক্টোবর, অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়ার মধ্যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল কলকাতায়। কিন্তু তা ইস্টবেঙ্গলের ঘরের মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভুবনেশ্বরে। এই ম্যাচটি সে দিন শুরু হবে বিকেল ৫.৩০টা থেকে। ওই দু'দিনই কলকাতায় ম্যাচ আয়োজনে অসুবিধা থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আয়োজকেরা। গত বছর কলকাতা ডার্বিতে দু'বারই ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার কাছে ১-২ গোলে হেরেছিল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**